৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ২৭ আষাঢ় – ১ শ্রাবণ, ১৪২৭ ঃ ১১ জুলাই – ১৭ জুলাই, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 35, 4 July - 10 July, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর
সাবস্ক্রাইব করুন
আমাদের
ইউ টিউব
চ্যানেল
ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সফর বাতিল করে হঠাৎই লাদাখের

নীমুতে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেনাদের সামনে ভাষণে তুলোধনা করলেন বিস্তারবাদ মনোভাবকে যা বিশ্ব শান্তির বিপদ।

রবিবার : রাজনৈতিক হিংসায় বিদীর্ণ বাংলা। গত পঞ্চায়েত

নির্বাচনের প্রাক্কাল থেকে যে হানাহানি শুরু হয়েছিল তা আজও থামেনি। সামনে নির্বাচন। এবার রাজনৈতিক জমি দখলের লড়াইতে এসইউসিআই–তৃণমূল সামিল হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে। খুন হলেন এক এসইউসিআই কর্মী।

সোমবার : দেশ, রাজ্য, শহর, গ্রাম ভারতবর্ষের সর্বত্র বাড়ছে করোনা

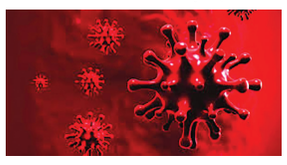

সংক্রমণের সংখ্যা। একদিনে প্রায় ২৪ হাজার সংক্রমণে ভারত রাশিয়াকে পিছনে ফেলে বিশ্বে তৃতীয় স্থানে পৌঁছে গেল। পশ্চিমবঙ্গ দৈনিক রেকর্ড করল সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যায়।

মঙ্গলবার : ভারত–চিন তপ্ততায় আসরে নামলেন জাতীয় নিরাপত্তা

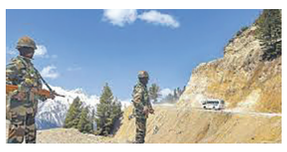

উপদেষ্টা অজিত দোভাল। কথা বললেন চিনের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে। এরপরেই উষ্ণতা কমল সীমান্তে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে পিছিয়ে যেতে সম্মত হল দু–দেশ।

বুধবার : চলছে আনলক–২। শিক্ষা ও বিনোদন ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্রই

চলছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। সঙ্গে বাড়ছে লাগাম ছাড়া সংক্রমণ। অবস্থা ঠেকাতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কনটেনমেন্ট জোন চিহ্নিত করে ৯ জুলাই সেখানে ৫টা থেকে পুরো লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য।

বৃহস্পতিবার : গান্ধী পরিবারের তিনটি ট্রাস্ট। আয়কর আইন লঙ্ঘন,

বিদেশি মুদ্রা অনুদান আইন লঙ্ঘন, আর্থিক তছরূপ ও আইন ভাঙার চারটি অভিযোগ। তদন্তে নামল ইডির স্পেশাল ব্রাঞ্চ। ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠেছে চিনা অনুদান নিয়েছে ট্রাস্ট।

শুক্রবার : কমছে সচেতনতা, বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। তাই রাজ্যে কনটেনমেন্ট জোনে শুরু হল লকডাউন। সার্বিক লকডাউনে

ঢিলেঢালা প্রশাসনের সুযোগে যেভাবে তা ভাঙা হয়েছে তাতে এবার আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে সরকার।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বেআইনি ভাড়ায় সমাধা হল বাস সমস্যার?

নিজস্ব প্রতিনিধি : আনলক–১ পর্ব শুরু হওয়ার পর টানা এক মাস ধরে কখনও বাস চালাবার নির্দেশ, কখনও ভাড়া বৃদ্ধির দাবি, চলতি বাস পথ থেকে তুলে নেওয়া, ভর্তুকির দাওয়াই, নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ দেখে মানুষ যখন রীতিমত ক্লান্ত তখনই এতদিনের বাস সমস্যার তরঙ্গ। এর ফল মিলল হাতে নাতে। তেলের দাম বাড়লেও সরকারিভাবে ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়াই ভর্তুকি না নিয়ে পথে নেমে পড়ল প্রায় অর্ধেক বাস। ধীরে ধীরে বাড়ছে সংখ্যাটা। সঙ্গে নেমে এল অনুরোধ–উপরোধ সহযোগে

এল সেই অমোঘ বাণী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন পুরনো ভাড়াতেই বাস না নামালে জরুরিকালীন আইন প্রয়োগ করে সব বাস হুকুম দখল (রিকিউসিশন) করবে সরকার। ক্ষতি পূরণের টাকা দিয়ে বাস চালাবে সরকারই। জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো যেসব বাস মালিক এতদিন ফণা তুলে বিষ ছড়াচ্ছিল তারা সবাই নির্বিষ হয়ে গেলেন। এরপর সরকার ও মালিক পক্ষের বৈঠক এবং থিতিয়ে গেল বাড়তি ভাড়ার দাবি। বেশিরভাগ যাত্রীই এ দাবি মেটাচ্ছেন। কেউ কেউ প্রতিবাদ করলে তিনি ছাড় পাচ্ছেন। এইভাবেই প্রায় প্রত্যেকটি রুটে ইচ্ছে মতো বেআইনি ভাড়া বৃদ্ধি চালু হয়ে গেল। বাড়তি ভাড়া পেয়ে খুশি বাস মালিকরা, ভাড়া না বাড়িয়ে খুশি 'জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ' সরকার। নিত্য যাত্রীদের দাবি এই বেআইনি ভাড়া বৃদ্ধি ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে। এর পর তিনের পাতায়

করোনা : সবে তো কলির সন্ধ্যে

আমরা তৈরি তো?

ওঙ্কার মিত্র : বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে বিকাল ৫টা থেকে শুরু হয়ে গেল অতি সংক্রমিত এলাকার লকডাউন। আনলক পর্বে এমন লকডাউন কেন? উত্তর দিল ওই দিনেরই সংক্রমণ ও মৃত্যুর রেকর্ড। একটা ছাড়াল ১০০০, অন্যটা ২৫। ফলে এবার কড়াকড়ির অন্ত নেই। গার্ড রেল, বাঁশের ব্যারিকেড, মাইকিং, পাহারা, কোনও কিছুতেই খামতি নেই। জনজীবন স্বাভাবিক রেখে লকডাউনের এ এক নতুন পদ্ধতি। তবু সামনে ঝুলে দুটি প্রশ্ন। সাতদিনের এই লকডাউনের ফলে কি আদৌ লাগাম পরানো যাবে সংক্রমণে? লকডাউনের বাইরে যে এলাকা রয়ে গেল তারা কি তবে সংক্রমণ নিরোধক জোন? চিকিৎসকরা অবশ্য বলছেন এমন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বরং তারা ইঙ্গিত দিচ্ছেন গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ তথা হাভার্ড গ্লোবাল হেলথ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডাঃ আশিস ঝাঁ জানিয়েছেন ভারতে কোভিডের প্রাথমিক পর্ব চলছে। এর পর আছে চূড়ান্ত পর্ব। শুধু লক্ষণ থাকলেই টেস্ট বা সংক্রামিতের চিকিৎসা নয়। চাই লক্ষণহীনদেরও পরীক্ষা। প্রত্যেকটা মৃত্যুর উপর নজরদারি। তা না হলে অনেক তথ্যই আমাদের অজানা থেকে যাবে।

ছবিঃ অরুণ লোধ

মোদ্দা কথা হল করোনা বা কোভিড–১৯ আমাদের এত সহজে ছাড়বে না। তাহলে আগামী দিনে আমাদের কি করণীয়? শুধু লকডাউনেই কি দায়িত্ব পালন থেমে থাকবে? চিকিৎসা পরিকাঠামো দিয়ে প্রত্যেকটি নাগরিকের চিকিৎসা সম্ভব নয়। গ্রাম গঞ্জের প্রাথমিক ও পুরসভার ওয়ার্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোভিডের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এর পর তিনের পাতায়

এনকাউন্টারে খতম বিকাশ দুবে

পার্থসারথি গুহ

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কড়া ফতোয়ার পর কুখ্যাত কানপুরওয়ালা বিকাশ দুবেকে শুধু পাকড়াও করাই নয়, পরের দিন পালাতে উদ্যত অবস্থায় এনকাউন্টারে খতম করে দিল পুলিশ। আটজন পুলিশকর্মীকে খুনের মোক্ষম প্রতিশোধও নেওয়া হল একসাথে। যদিও বিকাশ দুবের গ্রেফতারিকে গটআপ বলে অভিহিত করেছিল কংগ্রেস থেকে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। আর এনকাউন্টারে এই দুষ্কৃতীর মৃত্যুর পিছনেও গভীর ষড়যন্ত্র দেখছে তারা। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধি দাবি করেছেন এই হত্যার অবিলম্বে সিবিআই তদন্ত করতে হবে। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের মতে উত্তরপ্রদেশের মাটি থেকে দুষ্কৃতীরাজ ও মাফিয়া দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে যোগী সরকার যে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে এ তারই ফসল। আগামীতে এরকম অপরাধীদের পরিণতিও বিকাশ দুবের মতোই হবে বলে তাঁদের বক্তব্য।

বাহুবলি রাজনীতি নিয়ে বলিউডে দফায় দফায় প্রচুর সিনেমা আমার দেখেছি । সলমন খানের দবং এর দফায় দফায় সিরিজ তার

জলজ্যান্ত নমুনা। এছাড়াও সত্তর বা আশির দশকের সিনেমাতেও এই পেশিবহুল জীবন নিয়ে অনেক ছবিই নির্মিত হয়েছে। বস্তুত, অমিতাভ বচ্চনের রাফ অ্যান্ড টাফ যে ভূমিকার সফল চলচ্চিত্রায়ন হয়েছে (দিওয়ার থেকে ডন) তাও এই বাহুবলি আদলে তো বটেই। এর পর তিনের পাতায়

রাস্তায় জাল টেনে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং প্রশাসনের নজরে আসলেও দীর্ঘদিন রাস্তার কোনও সংস্কার না হওয়ায় অবশেষে বুধবার সকালে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। শুধু বিক্ষোভ নয়। রীতিমতো রাস্তায় মাছ ধরার জাল টেনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন হাজার হাজার গ্রামবাসী। দীর্ঘ প্রায় দেড় ঘন্টা অবরোধের খবর পৌঁছায় ক্যানিং থানার অধীনস্থ গোলাবাড়ি ক্যাম্পের পুলিশের কাছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ অফিসারের ইন্দ্রজিত ভকত এর অনুরোধে গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ তুলে নেয়।

উল্লেখ্য, ক্যানিং ১ ব্লকের হেড়োভাঙা থেকে গোলাবাড়ি মধুখালি পর্যন্ত পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তায় যত্রতত্র তৈরি হয়েছে মরণ ফাঁদ। যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। দীর্ঘ এই ১০–১২ কিলোমিটার রাস্তার অধিকাংশ জায়গায় পিচের আস্তরণ উঠে গিয়ে মাটি বেরিয়ে গিয়ে কঙ্কালসার হয়েছে। বর্ষার জমা জলে কোথাও কোথাও আবার নদীর মতো আকৃতি হয়েছে দীর্ঘ এই রাস্তার। প্রতিদিনই বাস,অটো,ম্যাজিক সহ হাজার হাজার ভারী মাল বোঝাই ট্রাকও যাতায়াত করে এই রাস্তা দিয়ে।অভিযোগ সব দেখেশুনেও প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই। প্রায় ২৪ ঘন্টা এই রাস্তা যান চলাচলে ব্যস্ত। এই রাস্তা ধরেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র,ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল,ক্যানিং থানা,সহ বহু স্কুল কলেজ,বাজারহাট রয়েছে। প্রতিদিনই গোলাবাড়ি,মধুখালি,হেড়োভাঙা,নিলিয়াখালি,বদুকুলা,সাতমুখী এলাকার হাজার হাজার সাধারণ মানুষজন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলেও রাস্তা মেরামেতির জন্য কোনও উদ্যোগ নেই। রাস্তা সম্পূর্ণ সংস্কার না করে মাঝে মধ্যে তাপ্পি দেওয়ায় আরো বেশি করে গর্ত তৈরি হচ্ছে। এর পর তিনের পাতায়

পরিকল্পনাহীনতায় বাড়ছে সংক্রমণ ও দুর্গতি

কল্যাণ রায়চৌধুরী: লকডাউন চলাকালীন করোনা সংক্রমণের যে চিত্রটা ছিল, আনলকের প্রক্রিয়া শুরু হতেই ছবিটা আমূল পাল্টে যায়। বিশেষ করে টেস্টের পরিমাণ যত বাড়ে, সংক্রামিতের সংখ্যাও সেই হারে বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যাও। এর ফলে সরকারকে আবার লকডাউনের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মেয়াদ নির্দিষ্টকরণ না হলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যে আবার লকডাউনের ঘোষণা করতে হয়। তবে এবারের লকডাউনটা রাজ্যের কন্টেইনমেন্ট জোনগুলির ক্ষেত্রে কার্যকর হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এই জেলায় মোট কন্টাইনমেন্ট জোনের সংখ্যা ১৪৪টি। সেই হিসেবে দেখা যায়, পাঁচটি মহকুমার সব কটিই কমবেশি আক্রান্ত। পুরসভা এলাকাগুলি ছাড়াও প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও ছড়িয়েছে ব্যাপক সংক্রমণ।বারাসত স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. তপন কুমার সাহা বলেন, 'মূলত গোষ্ঠী সংক্রমণের জন্যই সরকারের এহেন সিদ্ধান্ত। তবে লকডাউনের মেয়াদকাল এখনও নির্দিষ্ট ভাবে আমি জানি না। জেলা শাসক যে মতো বলবেন, সেই মতো কাজ করব আমি। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

একটি বেসরকারি কারখানার ম্যানেজার সোমনাথ দাশগুপ্ত এই লকডাউন সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এটা একটা প্রহসন বলা চলে। যখন লকডাউনের আরও দরকার ছিল, তখন তা আনলক করা হল। পরিযায়ী শ্রমিকরা তো নিজেদের বাড়ি ফিরবেই। কিন্তু পরিকল্পনাহীনভাবে তাদের এনে সব ঘেঁটে 'ঘ' করে দিয়ে, এখন এহেন লকডাউন অর্থহীন।

এর পর তিনের পাতায়

বিজ্ঞাপন দিয়ে বিকোচ্ছে করোনার ওষুধ !

কুনাল মালিক :করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে গোটা পৃথিবী আজ ত্রস্ত। ভ্যাকসিনের আশায় দিন গুনছে মানুষ। এখনও সরকারিভাবে করোনা নিরাময়ের ভ্যাকসিন বা ওষুধ ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে মহেশতলা থানা এলাকার নুঙ্গী স্টেশনের কাছে গো–কেমিস্ট নামে একটি

ওষুধের দোকানে রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে বিকোচ্ছে করোনা ভাইরাসের ওষুধ। যার নাম ফ্যাবি ফ্লু। ১০টার দাম ৩০০ টাকা।

এই প্রসঙ্গে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সোমনাথ মুখার্জী বলেন, এভাবে করোনার ওষুধ কেউ বিক্রি করতে পারে না। তাছাড়া সরকারী ভাবে কোনও ওষুধ ঘোষণা করা হয়নি। এর পর তিনের পাতায়

বাখরাহাট বাজারে সফল লকডাউন

নিজস্ব সংবাদদাতা : দক্ষিণ শহরতলির বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় বাখরাহাট বাজারে শুক্রবার সকালে গিয়ে একটু অবাকই হতে হল। কারণ শুনশান বাজার। কয়েকটা ওষুধ দোকান ছাড়া সব দোকানেরই ঝাঁপ বন্ধ। ৯ জুলাই বিষ্ণুপুর থানা থেকে মাইকে প্রচার করা

হয়েছিল যে, বিকাল ৫টার পর ওষুধ দোকান ছাড়া সব বন্ধ থাকবে। অনেকের মনে প্রশ্ন ছিল লকডাউনের প্রথম দিকেও কোনও দিন সব দোকান বন্ধ থাকেনি। সবজি, মাছ, মাংস, মুদিখানা দোকান খোলা থাকত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, তাহলে এখন সাধারণ ব্যবসায়ীরা এই ফরমান মানবে? কিন্তু ১০ জুলাই সকাল ৯ টায় এসে দেখলাম– সব দোকানই বন্ধ। শুধুমাত্র বাখরাহাট রায়পুর মোড়ে কয়েকটি অটো দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মধ্যে ৭৫ নম্বর বাস ও সরকারি বাস চলাচল করছে। সরকারি ভাবে বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের খাস টিকা দত্ত পাড়া, ব্যানার্জী পাড়া এবং কঙ্গন বেড়িয়া ঘোষ পাড়া ও দাস পাড়াকে কন্টেনমেন্ট জোন করা হয়েছে।

অর্ধেক হল কন্টেনমেন্ট জোন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসন একশর কিছু বেশি কন্টেনমেন্ট জোনের নাম দিয়েছিল। গত বুধবার নবান্নে সেই লিস্টে চোখ বুলিয়েই ক্ষেপে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখ্যসচিব রাজীব সিনহাকে বলেন কে লিস্ট বানিয়েছে? গোটা জেলাকেই তো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি সব এলাকা চিনি। এটা কি ভোটার লিস্ট দেখে করা হয়েছে? যে নাম দেওয়া হয়েছে ওখানে কি কোভিড কেস আছে। ভালো করে স্টাডি করে নতুন লিস্ট বানান। ব্যাস এতেই কাজ হয়ে যায়, নতুন যে সরকারি কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয় তাতে দেখা যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৫৪টি কন্টেনমেন্ট জোন হয়েছে। এর পর তিনের পাতায়

গড়ে উঠল রাজ্যের প্রথম শুশুক সংরক্ষণ কেন্দ্র

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: গাঙ্গেটিক ডলফিন অর্থাৎ শুশুক। যার বিজ্ঞানসম্মত নাম প্ল্যাটানিস্টা গাঙ্গেটিকা (PLATANISTA GANGETICA)। বিশ্ব উষ্ণায়ণ সহ পরিবেশ দূষণ এবং চোরা শিকারীদের কবলে পড়ে অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে থাকা এই শুশুকদের জন্য রাজ্যে প্রথমবার গড়ে উঠল সংরক্ষণ কেন্দ্র। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় মঙ্গলবার ভাগীরথী নদী ও অজয় নদের সঙ্গমস্থলে এই শুশুক সংরক্ষণ কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানকার নদীগর্ভে বেড়ে ওঠা শুশুকগুলিকে রক্ষা করা এবং সেগুলি যাতে নির্বিঘ্নে বংশবিস্তার করতে পারে তার জন্যই রাজ্য সরকার এধরণের সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়।

বিশ্ব উষ্ণায়ণের কুপ্রভাবের ফলে এবং যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পরিবেশ থেকে অনেক প্রজাতির জীবজন্তু চিরতরে হারিয়ে গেছে। পরিবেশ দূষণের কবলে পড়ে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে গাঙ্গেটিক

ডলফিন অর্থাৎ শুশুকও। এধরণের শুশুকের দেখা মেলে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদনদী সহ সেগুলির শাখানদী সমূহে। যেজন্য ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশেও বিভিন্ন নদনদীতে গাঙ্গেটিক ডলফিন দেখা যায়। এই ডলফিন সহ বিভিন্ন জীবজন্তু পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করে। তাই এদের রক্ষা করতে মানবজাতিও দায়বদ্ধ।

এদিন কাটোয়ায় বন দপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়ের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সহ একাধিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। করোনা বিপর্যয়ের মধ্যেই এদিন দপ্তরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি শুশুক সংরক্ষণ কেন্দ্রের কাজ শুরু করতে পেরে বনমন্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত ছিলেন। তিনি ভাগীরথী নদী তীরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের বলেন, এই ডলফিন সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরির মধ্য দিয়ে রাজ্যে ইতিহাস সৃষ্টি হল। এখানে ডলফিনদের পর্যবেক্ষণ সহ আপৎকালীন ভিত্তিতে নদী থেকে কাউকে দ্রুত উদ্ধার করার জন্য দু'টি স্পিড বোটও দেওয়া হয়েছে। নদীগর্ভে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সুষ্ঠুভাবে ডলফিনের বংশবৃদ্ধি ঘটানোর পাশাপাশি ডলফিন নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কেন্দ্রটি বিভিন্নভাবে কাজ করে যাবে বলে বনমন্ত্রী জানিয়েছেন।

বিলুপ্ত হতে চলেছে দশরকম প্রজাতির মাছ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন : ১৯ টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন। আমফানের পর থেকে গোটা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন। সুন্দরবনের জলীয় বাস্তুসংস্থানে বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল প্রাণী বিশারদ সুন্দরবনে গত তিন বছর ধরে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছেন। তাদের পরীক্ষার তথ্য অনুযায়ী সুন্দরবনের বেশ কিছু মৎস্য প্রজাতি বিলুপ্ত হতে চলেছে। আর তা শুনে চিন্তায় মৎস্যপ্রেমীরা। সুন্দরবন যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য, সেখানে জল বায়ুর পরিবর্তন যথেষ্ট বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। তার সঙ্গে তো আছে ভ্রমণপিপাসুদের করা কৃত্রিম দূষণ।সুন্দরবনে ভারতের পূর্বাঞ্চলের ৯০ শতাংশ জলজ প্রাণীর জন্মকেন্দ্র। এখানে ১৪৪ প্রজাতির মাছ, ২০টি আলাদা প্রজাতির চিংড়ি এবং ৪৪টি বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়। সুন্দরবন কলকাতার ২৫ শতাংশ মাছের চাহিদা মেটায়। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে জলাভূমি।

এই বিস্তীর্ণ জলাভূমির অনেক অংশ মানুষের প্রয়োজনে ধীরে

ধীরে কমতে থাকায় তাঁর প্রভাব সুন্দরবনের জলীয় জীবনের ওপর পড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ' মারাত্মক প্রভাব পড়েছে ২০০৯–এর আয়লা ও সদ্য ঘটে যাওয়া আমফান। আয়লা ও আমফান দুটির কারণেই সমুদ্রের নোনা জল সুন্দরবন অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। তাঁর প্রভাবে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র যা প্রধানত নদীর মিষ্টি জলের ওপর তৈরি তার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। সুন্দরবন এখনও নোনার প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মিষ্টি জলে বাস করা নানান প্রজাতির মাছ সমুদ্রের নোনা জলে মানিয়ে নিতে পারছে না। তাঁর সঙ্গে যোগ হয়েছে জীবন নির্ধারণের জন্য মাছ–ধরারপ্রভাব। াজ্য সরকারের তরফ থেকে বারবার ঘোষণা করার পরও বেআইনি মাছ শিকারের ফলে অনেক মাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হতে চলেছে।'তাই সুন্দরবনকে নিয়ে আরো ভাবার প্রয়োজন আছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১১ জুলাই – ১৭ জুলাই, ২০২০

চাই সচেতনতা

আবার লকডাউনের আতঙ্ক ও হুঙ্কার। এখন লকডাউন করোনা ভাইরাসের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনশ্রুতি শোনা যাচ্ছে বাকি জীবনটা আমাদের নাকি করোনা ভাইরাসকে নিয়েই কাটাতে হবে। বাকি জীবনের দৌড় অবশ্যই এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন লকডাউন ভিন্ন কোনও পথ নেই। আবার যাদের কাছে রুজি রোজগারের প্রশ্ন তাদের কাছে লকডাউন শব্দটি একটি ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

করোনা ভাইরাস ও লকডাউন এর মাঝখানে যেটি হারিয়ে যাচ্ছে সেটি হলো সচেতনতা। সারা বিশ্বে যে ভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই মারণ রোগের অন্যতম নেপথ্য কারণ হচ্ছে বিশাল সংখ্যক মানুষের মধ্যে স্রেফ সচেতনতার অভাব। বিশ্ব থেকে যদি আমরা ভারতের দিকে মুখ ফেরাই তাহলে অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের এই রোগের কামড়ে এমন নাস্তানাবুদ হতে হতো না। সীমান্ত লাগোয়া প্রতিবেশী দেশের সংখ্যা যদি আমরা হিসাব করি দেখা যাবে চিন ও পাকিস্তান ছাড়া ভয়ের কারণ ছিল না। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুক্ত ভারতের রাজ্যগুলি মূলত হিমালয়ের কারণে প্রতিবেশি চিনের থেকে অনেকটাই নিরাপদ অবস্থানে ছিল। এদের করোনা আমদানির প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল আকাশপথে উড়ে আসা বিমানগুলি। সঠিক সময়ে যদি আকাশপথ নিয়ন্ত্রণ করা হতো তাহলে হয়তো ভারতকে এমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হতো না। ভারতের মানচিত্রে তিনদিকে সমুদ্র থাকায় প্রাকৃতিক দিক দিয়ে অনেক সুরক্ষিত ছিল ভারতের জনগণ। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রেও বিমানপথে আগত এক আমলার পুত্র করোনা প্রবর্তনের হোতা বলে জনশ্রুতি।

পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ নানা অনুশাসনের নিয়ম করে থাকলেও রাজনৈতিক নেতারা রাজনীতির স্বার্থে অনুশাসন বদ্ধ হতে পারেননি। ফলত লকডাউনের সুবিধা থেকে পশ্চিমবাংলা ব্যর্থ হলো। একটু সচেতনতার অভাবে কলকাতা সহ পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলাগুলিতে আজ করোনা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। মুখের মাস্ক বা নাকোশ ব্যবহারে চূড়ান্ত অনীহা এবং অপব্যবহার দিন দিন প্রকট হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাটে বহু সাধারণ মানুষকে উপলব্ধি করানো যায়নি মাস্কের গুরুত্ব। শুধু যেন নিয়মরক্ষার তাগিদে মাস্ক পরার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সচেতন নাগরিকেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু সহ নাগরিকদের নির্বুদ্ধিতার ফল ভুগছেন।

এখন চিকিৎসা সম্পর্কে আতঙ্কের ভূত মানুষের মনে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বাস্তব ক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়া এক বিড়ম্বনা। কোভিড–১৯ নিয়ে প্রশাসন স্বাভাবিক ভাবেই খুবই ব্যস্ত। প্রায় প্রতিটি হাসপাতালেই করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যান্য অসুখ বিসুখ যা জীবনেরই অঙ্গ তার চিকিৎসা করতে গিয়ে করোনায় জীবন হারানোর ঘটনাও ঘটেছে। মানুষ জেনে গেছে এতোদিনে শেষকৃত্যেও চূড়ান্ত বিড়ম্বনা। প্রশাসনের কাছে, বিশ্বের দরবারে একটি পরিসংখ্যান মাত্র। বহু গুণী মানুষকে আমরা এই করোনা যুগে হারিয়েছি ও হারাচ্ছি। একটু সচেতনতা বহু প্রাণকে বাঁচাতে পারে এই বোধটুকু ফিরে আসুক এটাই কাম্য।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র ছয়

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ।।৬।।

অনুবাদ

যিনি সব কিছু ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত জীবকে তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দর্শন করেন এবং যিনি সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি কখনও কোনও কিছুর প্রতি বা কারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না।

তাৎপর্য

এটি মহাভাগবতের বর্ণনা, যিনি সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেখেন। ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করার বিষয়ে তিনটি স্তর আছে। উপলব্ধির নিম্নস্তর পর্যায়ে যিনি আছেন, তিনি কনিষ্ঠ–অধিকারী। তিনি মন্দির, গির্জা অথবা মসজিদে গিয়ে শাস্ত্রবিধি ও স্বীয় ধর্মবিশ্বাস অনুসারে আরাধনা করেন। এই প্রকার ভক্ত মনে করেন যে, ভগবান একমাত্র আরাধনার স্থল বা মন্দিরেই আছেন, অন্যত্র কোথাও নেই। ভগবদ্ভক্তির কে কোন স্তরে আছেন তা তিনি বিচার করতে পারেন না এবং বলতেও পারেন না কে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। এই ধরনের ভক্তরা উপাসনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক নিয়ম পালন করেন মাত্র এবং ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে একটি বিধিকে অন্য কোনও বিধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করে নিজেদের মধ্যে কলহ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের কনিষ্ঠ অধিকারীরা হচ্ছেন প্রাকৃত ভক্ত, কারণ তাঁরা প্রাকৃত স্তর অতিক্রম করে চিন্ময় স্তরে উপনীত হতে সচেষ্ট মাত্র। ভগবৎ সুদৃঢ়োপলব্ধির দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের বলা হয় মধ্যম–অধিকারী। এই সমস্ত ভক্তরা ভগবৎ সম্বন্ধে চারটি নিয়ম পালন করেন– (১) প্রথমে তাঁরা ভগবানকে সেবা করেন। (২) তারপর তাঁরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। (৩) তাঁরা ভগবৎ বিষয়ে অজ্ঞ সরক প্রকৃতির ব্যক্তিদের কৃপা করেন। (৪) সর্বশেষে তাঁরা ভগবৎ–বিদ্বেষী নাস্তিকদের উপেক্ষা করেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী মধ্যম অধিকারীরা ভিন্নভাবে আচরণ করেন।

ফেসবুক বার্তা

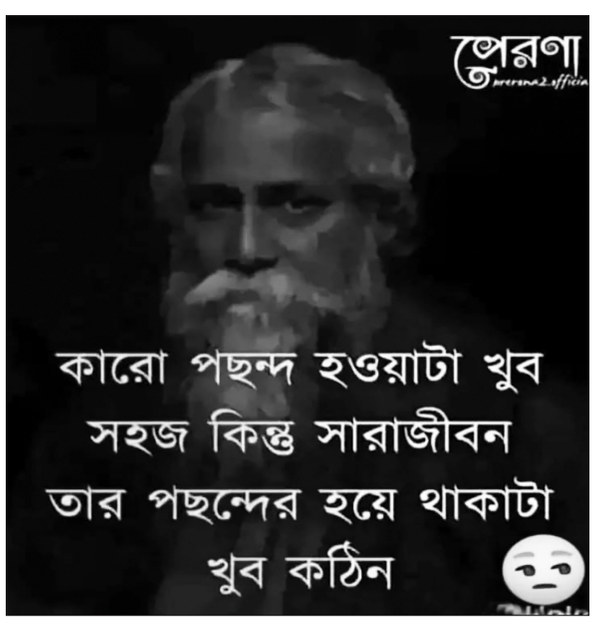

১১ হাজারের কাছাকাছি নিফটি, স্বস্তিতে লগ্নিকারীরা

পার্থসারথি গুহ

কোভিড ১৯ এর আতঙ্ক ঘাড়ের ওপর যখন ভরপুর নিঃশ্বাস ফেলছে তখনই আবার ১১ হাজারের কাছাকাছি কড়া নাড়ল ভারতীয় নিফটি। বুঝিয়ে দিল একটু অনুকূল জলহাওয়া পেলেই ভারতীয় সূচক স্থিতিশীল হয়ে উঠবের। কিছুদিন আগেও ১২,২০০–র ওপর নিফটি আর ৪১ হাজারের ওপর সেনসেক্সের অবস্থান সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতের আর্থিক অবস্থা মোটেই তেমন খারাপ নয়। শক্তিশালী একটা শাসন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে এভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারের লাগাতার বেড়ে চলা সম্ভব নয়।

যদিও বিরোধীরা শেয়ার বাজারের বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কোনও যোগসূত্র পাচ্ছেন না। ঘুরিয়ে অর্থবাজারের এই রমরমার পিছনে অপারেটর নির্ভর চালাকির কথা তুলে ধরছেন তারা। কিন্তু বিদেশি আর্থিক বিশেষজ্ঞ সংস্থা মর্গ্যান স্ট্যানলি, মুডিজ যে ভারতীয় বাজারকে লেটার মার্কস দিচ্ছেন তা তো আর অস্বীকার করা যায় না। যে বিদেশিরা কোনও দেশের সে আর্থিক ভিত মজবুত না হলে লগ্নি করেন না তাদের ভারতের অর্থবাজারের প্রতি এত আগ্রহ তো আর এমনি এমনি গড়ে ওঠেনি। নিশ্চিতভাবে ভারত বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে একটা বড় গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

সেই প্রেক্ষাপটে অন্যতম বড় কারণ হয়ে উঠেছে চিনের বৃদ্ধি থমকে যাওয়া। চিনের সর্বনাশ কার্যত ভারতের বাজারে পৌষমাস হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। অনেকে বলেন বিদেশি লগ্নিকারীরা হল পরিযায়ী পাখির মতো। কখন তাদের বিনিয়োগ তুলে নেবেন তার গ্যারান্টি নেই। সেক্ষেত্রে বলতে হবে ভারতীয় ফান্ডগুলির সাবালক

হয়ে ওঠা দেশের অর্থবাজারের বড় প্রাপ্তি। বিশেষ করে গত ২ বছর ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ব্যাপক উত্থানের পিছনে সবথেকে বড় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে ডোমেস্টিক ফান্ড বা এলআইসির মতো অগ্রনী সংস্থাকে। তাও বিদেশি লগ্নিকারীদের আস্থা ছাড়া এই বৃদ্ধি ধরে রাখা যেত না বলে অভিমত শেয়ার বিশেষজ্ঞদের।

চিনের খারাপ অবস্থা ছাড়াও দেশে স্থায়ী সরকারের অবস্থান, আর্থিক উদারিকরণের পথে কেন্দ্রীয় সরকারের সচেষ্ট থাকা সবকিছুই অনুঘটকের কাজ করেছে। তাছাড়া জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যতই চাপানাউতোর থাকুক না কেন, একে লগ্নিকারীরা যে ভালচোখে দেখছেন তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বস্তুত এতকিছুর যোগফল ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ক্রমোত্থান। যা আগামী ২–৩ বছর জারি থাকার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সূচক জোর নিফটি ও সেনসেক্সের যথাক্রমে ১৬ হাজার ও ৫০ হাজার হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। এর চেয়ে বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এখন প্রশ্ন উঠছে শেয়ার বাজার সম্পর্কে অন্ধকারটা কি পুরোপুরি কেটেছে বাঙালির মন থেকে। এই কথাটা সেজন্যই উঠছে সময়ের সঙ্গে যুগের সাথে তাল মেলালেও এখনও অর্থবাজার নিয়ে অনেকটাই অন্ধকারে গড়পড়তা বাঙালি। শেয়ার বাজার কী, খায় না মাথায় মাখে সেটাই তো পরিস্কার নয়। অনেকে তো বেমালুম একে জুয়ার আড়ত বলে আখ্যা দিয়ে দেন। অদ্ভুত এক প্রশান্তি লাভ করেন শেয়ার বাজার নিয়ে চারটি গাঁজাখুরি তথ্য তুলে ধরে। যারা শেয়ার বাজারকে নিয়ে এত কটুক্তি করেন তারাই আবার চিটফান্ডে টাকা রেখে ফেঁসে গিয়েছেন এমন উদাহরণও কিন্তু ভুরি ভুরি। তারা একবারও ভেবে দেখেন না শেয়ার বাজার কিন্তু ভারত সরকার অনুমোদিত। হয়তো সেখানে অনেক আজে বাজে কোম্পানির শেয়ার ফাঁকতালে গছিয়ে গিয়েছে সেখানে। কিন্তু, পাশাপাশি প্রচুর সংস্থা রয়েছে যারা চুটিয়ে মাথা উচু করে ব্যবসা করে চলেছে। বছরের পর বছর একেকটা ত্রৈমাসিকের দুর্দান্ত পারফরমেন্স, ভাল ব্যবসা ধরে রাখা, ঠিকঠাক অর্ডার পাওয়া ইত্যাদি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এরা শেয়ার বাজারে আইকন হয়ে উঠেছে। পোশাকি ভাষায় এদের বলা হয় ব্লু চিপ শেয়ার। এদের কাজের দক্ষতার নিরিখেই এরা অভিজাত

হয়ে উঠেছে শেয়ার বাজারে। সেজন্যই শেয়ার বাজারে পা রাখা ইস্তক বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ধারাবাহিকতায় সেরা এইসব ব্লু চিপ শেয়ার কিনতে। ইনফোসিস, টিসিএস, আইটিসি, এইচডিএফসি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, টাটা স্টিল, হিন্দুস্থান উইনিলিভার, ডাবর প্রভৃতি বেশ কিছু নাম আছে যাদের শেয়ার কিনলে আপনি চোখ বুজে থাকতে পারেন। অনেকটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো ব্যাপার আর কি। বলাবাহুল্য, ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়ে লাভের পরিমাণও এখানে অনেকটা বেশি।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পথে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে পথে নামলো কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে কোচবিহার

শহরের স্টেশন চৌপথি থেকে সাগরদীঘি পরিক্রমা করে কেন্দ্র সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও পেট্রোল–ডিজেলের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিশাল মিছিল করেন তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক মিহির গোস্বামী, কোচবিহার পুরসভার প্রশাসন আধিকারিক ভূষণ সিং, তৃণমূল নেতা অভিজিত দে ভৌমিক ও ছাত্র নেতা সায়নদীপ গোস্বামী সহ অন্যান্যরা।

এদিন মিহির গোস্বামী জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে, পেট্রোল ডিজেলের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, সর্বভারতীয় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা আজ কেন্দ্রের মানব বিরোধী নীতি, দেশ বিরোধী নীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং তৎসহ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে সকলে মিলে রাস্তায় প্রতিবাদে নেমেছি। যদিও আজকের এই বিক্ষোভ মিছিলে না ছিল সোশ্যাল ডিসট্যান্সের কোনও বালাই, না ছিল মাস্কের কোনও বিষয়। একদিকে যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার স্বাস্থ্যবিধি মানার কথা বলছেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দলের কর্মী সমর্থকরা স্বাস্থ্যবিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শহরের রাজপথে। ফলে প্রশ্ন উঠছে শাসকদলের বিরুদ্ধে ?

করোনায় বেপরোয়া পাবলিক !

সবক শেখাতে মাস্ক হাতে রাস্তায় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও বেপরোয়া পাবলিক। সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার ব্যাপারটাই যেন উধাও। এখন কোনওরকম মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়ানোটাই অনেকের কাছে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ভাবটা এমন যেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইটা শেষ হয়েছে। আর কোনও ভয়ই নেই। কিন্তু, বাস্তবে পরিস্থিতি ঠিক এর উল্টোটাই। কার্যত প্রতিদিনই আমাদের দেশে তথা এরাজ্যে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু হারে রেকর্ড গড়ছে। যদিও তুলনামূলক সুস্থতার হার বৃদ্ধি পেলেও তা নিয়ে এখুনি নিশ্চিন্ত হওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। কারণ, করোনা মোকাবিলায় এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত যাবতীয় ওষুধ তথা প্রতিষেধক সবই পরীক্ষা নিরিক্ষার স্তরে। তাই একমাত্র উপায়, নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও পরিস্কার মাস্ক কিংবা রুমাল দিয়ে নাক, মুখ ঢেকে চলা।

এরকম একটা উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতিতেও অসংখ্য মানুষ সবকিছু জেনে–বুঝে উদাসীন। যে কারণে করোনায় সংক্রমণের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এইসব বেপরোয়া মানুষকে সবক শেখাতেই সর্বত্র পুলিশ প্রশাসন রাস্তায় নেমেছে। করোনা মোকাবিলায় মানুষকে আরও বেশি করে সচেতন করে তোলার জন্য পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েও প্রশাসনিক তৎপরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও হুঁশিয়ারি দেওয়া

হয়েছে। জেলা সদর তো বটেই, এমনকি মহকুমা শহরগুলির পাশাপাশি পুরশহর ও বিভিন্ন ব্যস্ততম জনপদগুলিতেও পুলিশ প্রশাসনের এমনতর নজরদারি বেড়েছে বলে জানা গেছে।

এই জেলার দাঁইহাট পুরশহর প্রাচীন একটি ছোটো জনপদ। এখানেও করোনা বিপর্যয়ের মোকাবিলার পাশাপাশি পথ নিরাপত্তা বিষয়ে পুলিশের জনসচেতনতামূলক প্রচারকাজ চলছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন রাস্তায় ধারাবাহিকভাবে সাধারণ পথচারী থেকে শুরু করে ক্রেতা–বিক্রেতা, সাইকেল ও বাইক আরোহী, টোটো ও ভ্যান রিকশ চালক এবং আরোহীদের ওপর পুলিশি নজরদারি অব্যাহত। সেইসঙ্গে মানুষকে সচেতন করার জন্য দাঁইহাট ফাঁড়ির পুলিশ স্যানিটাইজার ও মাস্কের ব্যবহার শেখানোর পাশাপাশি বিনামূল্যে মাস্ক বিলি করছে। কিন্তু, এসব সত্বেও অসংখ্য মানুষ বেপরোয়া মনোভাব দেখিয়েই চলেছে। পুলিশি নজরদারির বাইরে যেতেই তারা ফের নিয়মভঙ্গ করার খেলায় মেতে উঠছে। বাইক চালকদের অনেকেরই কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ব্যবহার করা এসবের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই।

দাঁইহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ব্রজগোপাল হালদার বলেন, করোনার বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত লড়াইটা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মানা সকলের অবশ্য কর্তব্য। আমরা এটাই মানুষকে বারংবার বোঝাচ্ছি। এজন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে পাঁচ শতাধিক মাস্ক বিলি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি। আরও বলছি, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ মেনে কীভাবে সকলকে রাস্তায় নিরাপদে চলতে হবে। মানুষ সচেতন না হলে করোনা মুক্ত হবে না আমাদের দেশ। আবার নিয়ম মেনে যানবাহন না চালালে পথ দুর্ঘটনাও ঘটবে। সকলকেই আইনগতভাবে সমস্ত বিধিনিষেধ মেনেই পথে চলতে হবে। অন্যথায়, পুলিশ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

ছিটমহলের রাস্তা নির্মাণে দলবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি কোচবিহার:,– সাবেক ছিটমহলে পাকা রাস্তা নির্মাণ নিয়ে চূড়ান্ত দলবাজি করছে তৃণমূল এবং বিজেপি উভয় রাজনৈতিক দলই। দিনহাটা মহকুমার ফলনাপুর ও জোংরা সাবেক ছিটমহলের যে এলাকা রাস্তা নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, আশ্চর্যজনকভাবে এই এলাকায় রাস্তা নির্মাণ না করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে তৃণমূল পরিচালিত স্থানীয় খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানসহ কিছু অসাধু ব্যক্তি। মূলত বিপুল অংশের টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যেই তারা এই কাজে লিপ্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ। আর এই অভিযোগ সামনে রেখে এবং অবিলম্বে নির্দিষ্ট এলাকায় রাস্তা নির্মাণের দাবিতে সোমবার কোচবিহার জেলা পূর্ত দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালেন সংশ্লিষ্ট এই সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা।

এদিন আন্দোলনকারীরা বলেন, দীর্ঘ ৬৮বছর অবরুদ্ধ থাকার পর ২০১৫ সালে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান এই ছিটমহলবাসীরা। এরপর ভারতের নাগরিকত্ব পাবার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নে জোর দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর থেকেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়নের কাজও শুরু হয়। তারই অংশ হিসেবে পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে এই ফলনাপুর এবং জোংড়া সাবেক ছিটমহলে রাস্তা নির্মাণের জন্য এলাকা চিহ্নিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার তারাবাড়ি চৌপথী থেকে তেলেঙ্গা চৌপথী হয়ে ডোরারপার পর্যন্ত প্রায় ২.২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা হয়। এই নবনির্মিত রাস্তার

জন্য বরাদ্দ হয় বিশাল অঙ্কের টাকা এলাকায় রাস্তা নির্মিত হলে অর্থ প্রস্তুতের কোনো সুযোগ থাকবে না। আর তাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এর নেতৃত্বে তৃণমূল নেতাকর্মীরা এবং স্থানীয় নেতাকর্মীরা দলের বাইরেও নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা শুরু করেছে দীর্ঘদিন যাবৎ। আর এই বিষয় নিয়ে সম্প্রতি সাবেক ছিটমহলবাসীদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয়। দিনহাটা মহকুমা শাসক সহ জেলাশাসককেও বিষযটি লিখিতভাবে জানান সাবেক ছিটমহলবাসীরা। কিন্তু তারপরেও কাজ হয় নি কিছুই। এই পরিস্থিতি কার্যত বাধ্য হয়েই এদিন পূর্ত দপ্তরের সামনে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তারা বলে জানান।

তবে এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা দীপ্তিমান সেনগুপ্ত বলেন, এখানে অযথা বিজেপিকে জড়ানো হচ্ছে। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে কেউ কেউ এসেছেন পিঠ বাঁচানোর জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো টাকায় ছিটমহলের উন্নয়নের কাজ হবে, এক্ষেত্রে বিজেপি সবসময় একমত। এসব করে যারা নিজেকে বিজেপি বলে জাহির করছেন, সেটা অন্য ব্যাপার।

মৈপীঠ খুনোখুনি কেসে নিরপেক্ষ তদন্ত করুক প্রশাসন : সাংসদ প্রতিমা মন্ডল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলিঃ শুক্রবার রাতে ও শনিবার সকালে কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ উপকূল থানার ভুবনেশ্বরীর বৈকুণ্ঠপুরে তৃনমুল ও এসইউসির মধ্যে ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের পরে ও শনিবার রাতে বেশ কিছু বাড়ি ভাঙচুর ও পোড়ানোর অভিযোগ উঠলো দুষ্কের বিরুদ্ধে। এলাকায় রবিবার গিয়ে দেখা গেলো থমথমে অবস্থা। গ্রামের মানুষ মুখ খুলতে রাজি হচ্ছে না।বহু মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। চারিদিকে শুধু ধবংসের স্তুপ, ভাঙা ঘর, পোড়া গন্ধ। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে।এদিন এলাকার বহু বাড়িতে রান্না পর্যন্ত বন্ধ। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে তাঁরা। এ দিন এই গ্রামে গিয়ে আতঙ্কিত মানুষ দের সাথে কথা বলেন এপিডিআরের জেলার সদস্যরা। তারা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানায়। আর এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ মৈপীঠ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পিন্টু প্রধান,কুলতলি ব্লকের খাদ্য কর্মাধক্ষ্য মানবেন্দ্র শীট, আনন্দ মাঝি, দীপংকর নাইয়া,এস ইউসির জেলা কমিটির সদস্য শংকর দাস সহ ১৩ জন কে কুলতলি ও জয়নগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুন, বাড়ি– দোকান ভাঙচুর, পোড়ানো ও এলাকায় অশান্তির অভিযোগে ধরা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। ধৃতদের রবিবার বারুইপুর বিশেষ আদালতে তোলা হয়। এই নারকীয় খুন খারাপি ও দলীয় সদস্য সুধাংশু জানা কে মেরে ফেলার ঘটনার প্রতিবাদজানিয়ে এসইউ সির পক্ষ থেকে রবিবার সারা

জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। এবং এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সোমবার ১২ ঘন্টা কুলতলি বনধ ও রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছে এসইউসিআই। রবিবার মৃত এসইউসি কর্মী সুধাংশু জানার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পরে এসইউসির জেলা অফিস জয়নগরে আনা হয়। মৈপীঠের এই ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন জয়নগরের সাংসদ তৃণমূলের প্রতিমা মন্ডল। তিনি বলেন, কোনো মৃত্যুই কাম্য নয়। ওখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে তা না হলেই ভালো হতো। প্রশাসন কে বলেছি মা মাটি মানুষের নামকে সামনে রেখে যারা এই সব ঘৃণ্য কাজ করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে আইন আইনের কাজ করুক। সে যে দলেরই হোক না কেন। আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করা নারকীয় ঘটনার তদন্ত করা হোক।এলাকায় দ্রুত শান্তি ফেরাতে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসুন। এলাকা শান্ত হোক ও অপরাধী সাজা পাকা সে যে দলের হোক না কেন।

অনুব্রতর সভায় লোডশেডিং, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি – 'পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি'র উদ্যোগে সোমবার বিকালে সিউড়ি বীনাপানি লজে চলছিলো শিক্ষক সংগঠনের কর্মিসভা। কিন্তু তাল কাটালো লোডশেডিং । এতেই ক্ষোভ উগড়ে দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল । সারাদিনে কতবার লোডশেডিং হয় জানতে চান অনুব্রত । এরপরেই সিউড়ি পুরসভার প্রাক্তন পুরপতি উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের মারফত এক বিদ্যুৎ আধিকারিককে ফোন করে অনুব্রত বলেন, 'এটা মেনে নেবো না ।' এদিনের কর্মিসভায় অনুব্রত মন্ডল বলেন, 'কিছু শিক্ষক ফেসবুকে এমন কিছু পোস্ট করেন, জানি না আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কিনা ? এই সংগঠন করে যদি কুৎসা করেন, দয়া করে এই সংগঠন থেকে বেরিয়ে যান । ভুল করলে বলবেন। ক্ষমা চেয়ে নেবো। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে দয়া করে কুৎসা করবেন না ।' জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল,সহসভাপতি অভিজিৎ সিনহা,মলয় মুখোপাধ্যায়,বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ি,সিউড়ি বিধানসভা ও খয়রাশোল ব্লক পর্যবেক্ষক বিকাশ রায়চৌধুরী,প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ চেয়ারম্যান ড. প্রলয় নায়েক,'পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি'র জেলা সভাপতি অরিন্দম বোস সহ শিক্ষকশিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন ।

গোষ্ঠী কোন্দল কাজে লাগিয়ে তৃণমূলে ভাঙন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস,আরএসপি ও সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগদান করা নবাগত কর্মীদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। অন্যদিকে বাসন্তী ৪ নম্বর মন্ডল সভাপতি রমেশ চন্দ্র মাঝির নেতৃত্বে ভরতগড় পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গী সুপার মার্কেটে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালিত হয়। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম থেকে ৪০০ জন কর্মী সমর্থক বিজেপি তে যোগ দান করেন। আবার ক্যানিং ১ মন্ডল সভাপতি দেবু নস্করের নেতৃত্ব প্রায় ১৫০ জন সংখ্যালঘু তৃণমূল কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করে।

একদা বাম আমলে হার্মাদ বাহিনীর সাথে লড়াই করে এবং মমতা ব্যানার্জীর ছত্রছায়ায় থেকে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের এই দ্বীপাঞ্চল ব্লকে তৃণমূলের শক্ত ভীত তৈরি করতে সক্ষম হন সুন্দরবনের ভূমিপুত্র জয়ন্ত নস্কর। গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন আরএসপির দখলে থাকলে ও ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ন্ত নস্কর জয়লাভ করে বিধায়ক নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে কুড়ি হাজারের বেশী ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বারের জন্যও বিধায়ক হন জয়ন্তবাবু। এই বাসন্তী ও গোসাবা ব্লক শাসকদল দখল করার পিছনে জয়ন্ত নস্করের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ভাবে ছিল বলে তৃণমূল সুত্রের খবর।

দীর্ঘপ্রায় বছর তিনেক এই বাসন্তী ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গিয়েছে। দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দের জেরে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে খুন,অগ্নি সংযোগ,ভিটেছাড়ার মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে।

দলনেত্রীর নির্দেশে এই বাসন্তী ব্লকে শান্তি ফেরানোর কথা বলা হলেও এলাকার ছোট,বড়,মাঝারি নেতারা নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য উপরতলার নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে বরাবরই নিজেরদের মধ্যে কে থাকবে ক্ষমতায় সেই কর্মসূচি চালিয়ে গিয়েছে। এছাড়াও একটি কথা বাসন্তী ব্লকের অলিতে গলিতে শোনা যায় প্রকৃত তৃণমূলীরা অসম্মানিত হচ্ছেন। দলে থেকেও প্রকৃত সম্মান পাচ্ছেন না তাঁরা। মূল তৃণমূলকর্মীরা দলের জন্মলগ্ন থেকে থাকলেও দলের মধ্যে বেনোজল ঢুকে পড়ায় প্রকৃত তৃণমূলীরা সম্মান না পাওয়ায় বাসন্তী ব্লকে প্রকৃত তৃণমূলীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভের আগুনে সঞ্চার ঘটেছে। সেই ক্ষোভের আগুনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সোমবার তৃণমূল কংগ্রেস , সিপিএম এবং আরএসপির সঙ্গ ত্যাগ করে প্রভাষ পান্ডা,বাপী জানা,জামাত গাজী,বাপ্পা বেরা,বিকাশ শিকদার,দেবু বেরা,দীনেশ সাশমল,শুভঙ্কর মন্ডল,রাকেশ সরদার'রা বিজেপিতে যোগদান করে বলেন, তৃণমূল দলে এখন দাদাগিরি চলছে। দলের মধ্যে যে যার নিজের আখেরে গুছিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে,দলীয় কর্মী সমর্থকদের কে হেনস্থা করে। তা ছাড়াও দলীয় কর্মী সমর্থকদের মানসম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। আমরা বিতশ্রদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আদর্শ কে পাথেয় করে বিজেপি তে যোগদান করেছি।

বিশ্বস্থ সূত্রে জানা গেছে, আগামী দিনে সোনাখালি,নফরগঞ্জ,ঝড়খালি,বাসন্তী,জ্যোতিষপুর,ভরতগড়,রামচন্দ্রখালি গ্রামপঞ্চায়েত সহ ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসকদলের অধিকাংশ কর্মী সমর্থক, সদস্য বিজেপিতে যোগ করতে পারেন।

বিজেপির দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলার সম্পাদক সঞ্জয় নায়েক জানিয়েছেন, আগামী দিনে আরো যে সমস্ত তৃণমুল কর্মীরা পদ্মফুলের ছত্রছায়ায় আসতে চায় বিজেপি দলে তাঁদের স্বাগত।

সমবায় ব্যাঙ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে আনার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দত্ত এক বিবৃতিতে সমবায় ব্যাঙ্কগুলোকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে আনার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্রের মোদী সরকার সম্প্রতি একটি অধ্যাদেশ জারি করেছেন। এই অধ্যাদেশে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ আর তা হল এই অধ্যাদেশের রেফারেন্সের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক ভাবে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে আনা হবে যা অধ্যাদেশে লিখিতভাবে বলা হয়েছে।

বিষয়টি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ কেননা ভারতবর্ষে সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা শতাব্দী প্রাচীন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই সমবায় ব্যাঙ্কিং চলছে এবং অন্যান্য সব ধরনের ব্যাঙ্কের সাথে সমানে সমানে টক্কর দিয়ে আধুনিক ব্যাঙ্কিং এর যাবতীয় পসার নিয়ে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিয়ে চলেছে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক রাজ্যস্তরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক জেলাস্তরে প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্ক ব্লকস্তরে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা রাজ্য সরকারের সমবায় দফতর এর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। শুধু তাই নয় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষক বন্ধু, কন্যাশ্রী, আমফান, জয়বাংলা, পেনশন সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের টাকা বিভিন্ন গ্রাহকের কাছে অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার এর মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়। মমতা সরকারের রাজ্যে সমবায় দফতর ব্যাঙ্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে কখনো রাজনৈতিক পরিচয়কে ব্যবহার করেনি বরং যেখানে প্রয়োজন হয়েছে দল মত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কড়া পদক্ষেপ করেছে।

সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছে, সেটি কৃষিঋণ হোক, মা-বোনেদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ হোক কিংবা ক্ষুদ্র কুটির ও মাঝারি শিল্প হোক। আর এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ নজরদারিতে থাকা সরকারি ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় নন পারফর্মিং অ্যাসেট এর পরিমাণ ও শতকরা হার ও সমবায় ব্যাঙ্ক ক্ষেত্রে অনেক কম।

বিজয় মালিয়া, নিরব মোদী ও এই ধরনের উচ্চবিত্তদের বড়ো লোন দিয়ে সরকারি ব্যাঙ্কের আর্থিক ভিত দুর্বল করা। নিঃশব্দ বিপ্লবের মতো বেসরকারি ব্যাঙ্কের বংশ বৃদ্ধি করা। দুর্বল করে তোলা সরকারী ব্যাঙ্ক গুলোকে মার্জারের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস করানো। এর পরের ধাপ গুলো হবে একাধিক কর্মী ছাটাই, নতুন নিয়োগ বন্ধ, ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চের সংখ্যা কমানো, ধীরে ধীরে এই ব্যাঙ্কগুলোতে সরকারি মূলধনের হ্রাস করানো। তারপর কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা আর্থিক মন্দার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেলের মতো, কোল ইন্ডিয়ার মতো বেসরকারি করে দেওয়া। সমবায় ব্যাঙ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আনা। রাজ্য সরকারের ভূমিকাকে চিরতরে খর্ব করা। একের পর এক সরকারি ব্যাঙ্ককে যে পদ্ধতিতে দুর্বল করা হয়েছে এই সমবায় ব্যাঙ্কগুলোকে সেই পদ্ধতিতে দুর্বল করা তারপর কিছু ব্যাঙ্ক উঠে যাবে এবং বাকি ব্যাঙ্ক বেসরকারি হয়ে যাবে।

এই সার্বিক পরিস্থিতিতে সমবায় ব্যাঙ্কগুলোকে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তার স্বার্থে অবিকৃত অবস্থায় টিকিয়ে রাখার জন্য সোচ্চার হউন।

আম্ফান নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি –ঘূর্ণিঝড় আম্ফান নিয়ে শাসক দলের নেতা,পঞ্চায়েতের প্রধান,উপ–প্রধান পঞ্চায়েত সদস্যেদের বিরুদ্ধে একাধিক দুনীর্তির অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং-১ বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় কয়েক হাজার সিপিএম, সিআইটিইউ, ডিওয়াইএফআই সহ বামফ্রন্টের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। সুপার সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের দাপটে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণ পায়নি। ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ ও ২,নিকারীঘাটা,তালদি পঞ্চায়েত গুলিতে আম্ফানে, প্রধান,উপ– প্রধান,পঞ্চায়েত সদস্য,শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে আম্ফান নিয়ে স্বজন পোষন,দুর্নীতির অভিযোগ তুললো বামপন্থী সংগঠন গুলি।এমনকি কয়েক ঘন্টা ধরে ক্যানিং–১ বিডিও অফিস ঘেরাও করে

বিক্ষোভ দেখায়। দুপুর ২ টায় বামফ্রন্টের বেশ কিছু সদস্য আম্ফানে শাসক দলের নেতা, প্রধান উপ–প্রধান,পঞ্চায়েত সদস্যদের স্বজন পোষন,দুর্নীতির পূর্ণ তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া,প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে ক্ষতিপূরণ পায়,১০০ দিনের কাজে দুনীর্তি গ্রস্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সহ বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন তুলে দেয় বিডিও নিলাদ্রি শেখর দে'র কাছে।তাঁরা অভিযোগ করে বলেন এই সমস্ত দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে পঞ্চায়েত,বিডিও অফিস, এসডিও অফিসের সামনে গণ বিক্ষোভ ও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য থাকবে বামফ্রন্টের সমস্ত সংগঠন গুলি।

জগতবল্লভপুর থানার সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী:হাওড়ার বিভিন্ন জায়গার সাথে হাওড়া জগতবল্লভপুর থানার উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ... সেভ লাইভ সচেতন মুলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয় বুধবার বিকাল ৪টার সময়। সকল গাড়ি চালকদের মধ্যে সচেতনতার বার্তা প্রচারের মাধ্যমে সেফ ড্রাইভ...সেভ লাইভ এর গুরুত্ব বোঝানো হয় থানার পক্ষ থেকে। সুস্থ ড্রাইভিং সুস্থ জীবন। নিরাপদে ঘরে ফেরা প্রিয় পরিজনের কাছে। এই বার্তা পোঁছে দেওয়ার জন্য পাশাপাশি করোনা মোকাবিলা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সকলের মধ্যে এদিন মাস্ক বিতরণ করা হয়। রাজ্য তথা দেশে হু হু করে বাড়ছে করোনা মহামারী। হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় থাবা বসিয়েছে এই বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর

মহামারী। উপস্থিত ছিলেন থানার শীর্ষস্থানীয় পুলিশ কর্তার ব্যক্তি থানার বড় বাবু, বিডিও ম্যাডাম ,ও সিভিক সকলে। এই জনসচেতন মুলক প্রচারে পথ চলতি মানুষ এলাকাবাসী সকলেই খুশি ।

গাড়ি চালকদের সচেতন করতে রাজপথে পুলিশ কর্তারা

সুভাষ চন্দ্র দাশ :শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা উড়িয়ে এবং এক বিশাল পদযাত্রার মধ্য দিয়ে সেফ ড্রাইভ,সেভ লাইফ সচেতনতা কর্মসূচির সূচনা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(হেড কোয়ার্টার) সন্দীপ মন্ডল।

অন্যান্য পুলিশ আধিকারীকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং থানা ও মহিলা থানার আইসি অমিত কুমার হাতি,মুনমুন চৌধুরী,ক্যানিং ট্রাফিক এসআই দেবপ্রসাদ সরকার,বিকাশসিন্ধু বিশ্বাস,ক্যানিং ট্রাফিকের ৪০ জন ট্রাফিক সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ সুজিত সাহা,সুমন বারিক,সমীর বিশ্বাস ,অরূপ কয়াল সহ অন্যান্যরা।

হয়তো হেলমেট পরে স্বাভাবিক গতিতেই গাড়িটি চালালে সেদিনই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হতো না।

সে বিষয়ে দুর্ঘটনা এড়িয়ে হেলমেট পরে গাড়ি চালানোর আবেদন নিয়ে বুধবার সকালে ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে ক্যানিং মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশ থেকে ক্যানিং থানা পর্যন্ত এক বিশাল পদযাত্রার মাধ্যমে জনসাধারণ কে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির বিষয়ে সচেতনতা করা হয় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

এত কিছুর পরও কিন্তু বিধি বাম। ট্রাফিক নিয়ম কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাইকের সামনে পুলিশ,প্রেস,অ্যাডভোকেট,এক্স আর্মি,ডাক্তার,এমারজেন্সি,অন ডিউটি লিখে দিব্যি হেলমেটহীন,সিট বেল্টহীন গাড়ি চালকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। এছাড়াও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সেফ

ড্রাইভ সেভ লাইফ বানচাল করতে তাঁরই দলের নেতাদের জুড়ি মেলা ভার। বিশেষ করে ইদানিং রাজনৈতিক সব নেতা নেত্রীরা একটি বাইকে দুজন কিংবা তিনজন করে হেলমেট হীনভাবে দাপটের সাথে মিটিং মিছিল কিংবা এলাকায় যাতায়াত করে থাকেন।

এিই ক্ষেত্রে পুলিশ যদি সঠিক নিয়ম মেনে গাড়ি না ছাড়েন তাহলে আবার উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসার নেতাদের কথায় গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়াও যাঁরা রাস্তার উপর রোদ ঝড় জল উপেক্ষা করে পরিবারের লোকজনদের কে বাড়িতে ফেলে রেখে ট্রাফিক সামলান সেই সমস্ত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা নেতাদের কথা না শোনায় যাতে শাস্তি হয় সে বিষয়ে তোড়জোড় শুরু করেন উর্দ্ধতন অফিসাররা। আরো একটি বিষয়ে সজাগ হলে খুবই ভালোই হয় সেটা অনেক সময় পকেট ভারী করার জন্য ১০০,২০০ টাকা নিয়ে নিয়ম বহির্ভুত গাড়ি কিংবা চালককে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই বিষয়টি যদি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা যায় তাহলে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির প্রভাব বা বিস্তার লাভের পাশাপাশি সমাজে আখেরে লাভ হতে বাধ্য।

তাছাড়া কোনও কিছু না দেখেই যদি সাধারণ ভাবে একটু নিয়ম মেনে সতর্ক হলেই তবেই কমবে এমন দুর্ঘটনা।

জোড়া খুনে গ্রেপ্তার ৯

নিজস্ব প্রতিনিধি – তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সহদেব বাগ্দী খুনে ভরত বাগ্দী,পবন বাগ্দী,বিমল বাগ্দী,কটা বাগ্দী,গোপীনাথ মন্ডল নামে পাঁচ বিজেপি সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ৬ জুলাই বোলপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতদের চৌদ্দদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক । তৃণমূল কর্মী শিশির বাউড়ি খুনে গণেশ বাউড়ি,অজয় দাস,দীনু দাস,সঞ্জয় বাউড়ি নামে চার তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ৫ জুলাই দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতদের সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ।

ভারত কেশরীর জন্ম দিন পালন ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি –ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্ম দিবস পালিত হল। সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪

পরগনা পূর্ব জেলার বিজেপি নেতৃত্বের উদ্যোগে ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনীতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১১৯ তম জন্ম দিবস পালিত হয়।এদিন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন জেলা বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব। পাশাপাশি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবন আদর্শ নিয়ে এক বিশেষ আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়।এদিন অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী তথা বিজেপি নেতা প্রাক্তন সেনাকর্মী মোহন দাস,দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলার সম্পাদক সঞ্জয় নায়েক,জেলা যুবমোর্চা সভাপতি অসিত মন্ডল,রমেন মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

আমরা তৈরি তো?

প্রথম পাতার পর

দিল্লিতে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে ১০ হাজার বেডের কোভিড হাসপাতাল, ব্যাঙ্গালোরও এক্সিবিশন সেন্টারে তৈরি করে ফেলেছে বিশালাকার হাসপাতাল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন প্লাজমা ব্যাঙ্কে প্লাজমা দানের আবেদন করছেন। কেরালা পাড়ায় পাড়ায় মোবাইল চিকিৎসা যান পাঠিয়ে পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছে।

চিকিৎসকরা যতই সার্বজনীন চিকিৎসার স্বপ্ন দেখুন না কেন পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এখনও চিকিৎসার হাহাকার চলছে। করোনা ধরা পড়লে কোন পথে যে চিকিৎসা হবে, কোন হাসপাতালে গেলে বেড পাওয়া যাবে তা নিয়েই আতঙ্কে ভুগছে বাংলার মানুষ। মরার ভয়ের চেয়েও হয়রানির ভয় চেপে বসেছে বঙ্গবাসীর মাথায়। রুগী নিয়ে হয়রান হয়ে মানুষ ছুটছে সরকারি হাসপাতালের দরজায় দরজায়। সব জায়গাতেই প্রত্যাখ্যাত হতে হচ্ছে বেড না থাকার অজুহাতে। অবশেষে বেসরকারি হাসপাতালের খপ্পরে পড়ে খোয়াতে হচ্ছে শেষ সম্বলটুকু। অথচ মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলছেন রাজ্যে মোট কোভিড বেডের ৭৩ শতাংশ এখনও খালি পড়ে রয়েছে। জেলার অবস্থা আরও খারাপের দিকে। সেখানে কোভিড চিকিৎসার যৎসামান্য আয়োজন প্রায় সব রোগীকেই কলকাতা মুখী করে দিচ্ছে। চাপ বাড়ছে কলকাতায়, সংক্রমণ বাড়ছে পাল্লা দিয়ে।

কেন এমন হচ্ছে? বিরোধীদের অভিযোগ পরিকল্পনার অভাব। কনটেনমেন্ট জোন থেকে চিকিৎসা প্রোটোকল সবই তৈরি হচ্ছে একজনের অঙ্গুলিহেলনে। এখানে পাত্তা পাচ্ছেন না চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা। ফলে সুষ্ঠ পরিষেবা গড়ে উঠছে না। হাসপাতালের প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছে মানুষ। রোগ ব্যাধি হলেও কেউ হাসপাতালে যেতে চাইছেন না। সকলের ধারণা সুস্থ হয়ে নয় হাসপাতাল থেকে ফিরতে হবে কোভিড রোগী হয়ে। মানুষ চাইছে কোভিডের লক্ষ্মণ দেখা দিলে প্রথমে কোথায় যেতে হবে, কোথায় পরীক্ষা হবে, পজিটিভ হলে কিভাবে চিকিৎসা হবে তা স্পষ্ট করে জানাক সরকার। হাসপাতালে প্রকাশ্যে ডিসপ্লে হোক কোভিড বেডের সংখ্যাতত্ব। পাড়ায় পাড়ায় চালু হোক চিকিৎসা পরিষেবা। অন্য শহরের মতো বড় বড় স্টেডিয়ামে তৈরি করা হোক অস্থায়ী কোভিড হাসপাতাল। মানুষ চাইছে কোভিড হলেও ভয় নয় স্বস্তিতে বাঁচুক রোগী।

রইল বাকি সচেতনতার প্রশ্ন। পুলিশ ও প্রশাসন যতই কঠোর হোক না কেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কখনই কোভিড ভয়ে আক্রান্ত নন। প্রথমে তিনি এটাকে নজর ঘোরাবার ইস্যু হিসাবে দেখেছিলেন। পরে সার্বিক লকডাউনের সময় পুলিশকে বারণ করেছেন বেশি কড়াকড়ি করতে। করোনাকে পাশবালিশ করতেও শিখিয়েছেন তিনি। এমন কি দিনের পর দিন মাস্ক না পরা ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা করে দিতে চান। অচেতনদের উপর জরিমানার বোঝা চাপাতে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছেন তিনি। ফলে হাটে বাজারে মাস্ক না পরা ব্যক্তিদের দেখে এবং পরিবহনে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখা যাত্রীদের দেখে তাঁর হৃদয় কম্পিত হয় নি। তাই দ্বিতীয় দিনে শুক্রবার তিনি যেমন চেয়েছেন তেমন লকডাউনই চলছে রাজ্যে। স্বাভাবিক জনজীবনের মাঝে পাড়া বা আবাসনে লকডাউনের শুনশান দ্বীপ বুঝিয়ে দিচ্ছে অতি সংক্রমণের ঠিকানা। সাতদিন পর সমীক্ষায় বসবে প্রশাসন। সেদিন উত্তর পাওয়া যাবে, কে জিতল, মানুষ না ভাইরাস!

বাড়ছে সংক্রমণ ও দুর্গতি

প্রথম পাতার পর

জনৈক ওষুধের ডিস্ট্রিবিউটর সুমন চট্টোপাধ্যায় তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমাদের বিষয়টাতো জরুরিকালীন। তাই আমাদের ক্ষেত্রে লকডাউন প্রযোজ্য নয়। তবে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষ আছেন, যারা বিগত লকডাউনে চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়েছেন। আবারও লকডাউনে তারাই দুর্ভোগে পড়বেন।'

উত্তর চব্বিশ পরগনার অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য পরিদর্শক বিগত লকডাউন পিরিয়ডে সাধারণ মানুষের যেমন কাজকর্মের ক্ষেত্রে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়, তেমন অর্থনৈতিক সমস্যাতেও পড়তে হয়েছিল তাদের। যা এখনও তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। লকডাউনের মধ্যেই দেখা গিয়েছে, প্রায় তিরিশ শতাংশ মানুষ সরকারি বিধি–নিষেধ–এর তোয়াক্কা করেনি। তাদের সেই যথেচ্ছ জীবন–যাপনে যেমন কিছুটা গোষ্ঠী সংক্রমণ বেড়েছে, তেমনই লকডাউনকালে অপ্রতুল সরকারি ব্যবস্থার কারণও উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতে এ ধরনের এক মহামারি বা অতিমারির ক্ষেত্রে সরকার তার অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে হাজার হাজার কোটি টাকার সাহায্যের কথা ঘোষণা হলেও সাধারণ মানুষ তাতে লাভবান হয়নি। পাশাপাশি রেশনে চাল–গমের জোগান কিছুটা বাড়ানো ছাড়া আর কিছু করা হয়নি সাধারণ মানুষের জন্যে। রাজনৈতিক নেতা বা শাসকদলের দু–একজন বিধায়ক–মন্ত্রীদের প্রথম দু–চারদিন সাধারণ মানুষের পাশে দেখা গেলেও তারপর আর তাদের দেখা যায়নি। কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কমিউনিটি কিচেন করে খাবারও দিয়েছে মাঝে মধ্যে। কিন্তু লকডাউন পিরিয়ডে সরকার শুধু রেশনিং ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনও ভূমিকা পালন করেনি দুর্গত মানুষদের জন্যে। অন্যদিকে আইসিএমআর–এর তরফ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরলে সংক্রমণ বাড়বে, এই আগাম ইনফরমেশন সরকারের কাছে থাকা সত্ত্বেও সরকার প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠছে। কেননা রাজ্যে কোভিড হাসপাতালের সংখ্যা যথেষ্ট কম। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দায়বদ্ধতা পালনে অত্যন্ত আন্তরিক। কিন্তু শাসকদলের একাংশ তার নির্দেশিকাকে অমান্য করছে। তবে পুলিশ এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল নেতা বলেন, 'কন্টেইনমেন্ট জোনগুলোতে লকডাউন তো ছিলই। তবে সেটা একটু বড় আকারে হবে। আসলে হাসপাতালগুলোতে রোগীদের এত চাপ, তা সামলানো যাচ্ছে না। এভাবে লকডাউন করে একটু চাপ কমানো এবং কিছুটা সময় নিয়ে নেওয়া।'

বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দিনের পর দিন অ্যাম্বুলেন্সে করে রোগীদের নিয়ে যেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত অ্যাম্বুলেন্স চালক সহ রোগীর পরিবার পরিজনদেরও। দীর্ঘ এই রাস্তার পরিস্থিতি এতোটা খারাপ যে অধিকাংশ জায়গায় নদীর মতো রূপ ধারণ করেছে। রাস্তা না নদী তা বোঝার কোন উপায় নেই। যানবাহন দূরের কথা ,রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলাচল করতে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। এবিষয়ে ক্যানিং ১ বিডিও নীলাদ্রী শেখর দে বলেন, রাস্তা অবরোধের কথা শুনেছি। রাস্তাটির পিডব্লিডি ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের অধীনস্থ যাতে করে রাস্তাটি শীঘ্রই সংস্কার হয় সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়ে পিডব্লিউডি ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ কে জানাবো। অন্যদিকে, জেলাপরিষদ কর্মাধ্যক্ষ শৈবাল লাহিড়ি জানিয়েছেন রাস্তাটি সংস্কার হওয়ার জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু লকডাউন চলা রাস্তা সংস্কারের কাজ বিলম্ব হচ্ছে। তবে রাস্তাটি অবশ্যই সংস্কার হবে।

এনকাউন্টারে খতম বিকাশ দুবে

প্রথম পাতার পর

উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ (চম্বল লাগোয়া) এবং বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই পেশিশক্তির পরাক্রম চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। ফুলনদেবী এবং একের পর এক ডাকাত সর্দারের জীবন এমনই রাজনীতির বহুচর্চিত ফসল। পরবর্তীতে রাজনীতির আঙ্গিনার মাধ্যমে জীবনের মূলস্রোতে ফেরার সময় ফুলনকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরতে হয় প্রতিপক্ষের হাতে। বস্তুত, ফুলন হত্যা থেকে এই সুবৃহৎ অঞ্চল জুড়ে যে ' জিসকা লাঠি উসকা ভইশ' ফর্মুলা চলে আসছে তাতে জাতপাত একটা বিশাল আকার নিয়ে থাকে।বিহার–উত্তরপ্রদেশের একাংশ জুড়ে উচ্চবর্ণের ভূমিহার জারির রনবীর সেনা বনাম উগ্র বাম কমিউনিস্ট মাওসিস্ট সেন্টার (এমসিসি) –এর যুযুধান তাণ্ডবে একটা সময়ে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক মানুষের। আজ রনবীর সেনা নিম্নবর্ণের দশ জনকে গুলি করে মারল তো পরের দিনই বদলা হিসেবে ভূমিহারদের ১৫ জনকে শেষ করে দিল এমসিসি। লালুপ্রসাদ যাদবের আমল পর্যন্ত বিহারে এই রাজনীতির রমরমা ছিল। লালু আমলে তাঁর অনুগত সৈয়দ সাহাবুদ্দিনের আমলে সিওয়ান জেলা হয়ে উঠেছিল এমনই এক নরক গুলজার। সেসব জায়গাতেও ধীরে ধীরে শান্তি ফিরেছে। বিহারের পূর্ণিয়াতেই অরাজকতা ও পেশি রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হতে হয় তৎকালীন সিপিএমের বিধায়ক অজিত সরকারকে। যার বিরুদ্ধে অজিত হত্যার অভিযোগ উঠেছিল সেই পাপ্পু যাদব কখনও লালুপ্রসাদ আবার কখনও রামবিলাস পাসোয়ানের ছত্রছায়ায় এসে নিজেকে বাঁচিয়েছে। কালজয়ী হিন্দি সিনেমা শোলের গব্বর সিং চরিত্রটি যেন এই সব বাহুবলিদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

কুর্মি জাতির প্রতিনিধি নীতিশ কুমার বিহারের তখতে বসার পর থেকে অবশ্য এই বাহুবলি রাজনীতি অনেকটাই ম্রিয়মান হয়েছে। বিহারে মদ নিষিদ্ধ করার মধ্যে দিয়েও নীতিশ কুমার একটা ভালরকমের বার্তা দিয়েছেন এই পেশিবাজদের প্রতি। নীতিশ কুমার যে কাজটা করেছেন বিহারে তারই আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ দিচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগী। উত্তরপ্রদেশ থেকে মাফিয়ারাজ উপড়ে ফেলতে তিনি রাজ্যের সমস্ত কুখ্যাত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু করেছেন। যার নিট ফল ৮ জন পুলিশ কর্মীকে হত্যার আট দিনের মধ্যে মূল অপরাধী কানপুরের বিকাশ দুবেকে গ্রেফতার এবং এনকাউন্টারে খতম করে দেওয়া।

অর্ধেক হল

প্রথম পাতার পর

তবে কী ধরনের লকডাউন হবে, সে নিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তি আছে। অনেক জায়গায় আগের দিন দোকানে দোকানে ভিড় লেগে যায়। কিন্তু বাখরাহাট বাজার ছাড়া অধিকাংশ কন্টেনমেন্ট জোন এলাকাতে সবজি দোকান, মাছ–মাংস মুদিখানার দোকান খোলা ছিল। পুলিশী সূত্রের খবর বাজার খোলার ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আক্রান্তের নিরিখে রাজ্যের মধ্যে চতুর্থ স্থানে। তা সত্ত্বেও মানুষের সচেতনতা আসেনি। অনেকেই আশা করেছিলেন যেহেতু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, হয়তো মুখ্যমন্ত্রী জেলা জুড়ে সত্যিকারের কড়া লকডাউন করে দেবেন। অধিকাংশ মানুষও মনে মনে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এবারও মনে হচ্ছে লকডাউন প্রহসনে পরিণত হবে প্রশাসনের উদাসীনতায়।

করোনার ওষুধ

প্রথম পাতার পর

তিনি আরও বলেন, দোকানের ছবিটা আমার হোয়াটস অ্যাপে পাঠান। এবং বিষয়টি আলিপুর সদরের মহকুমা শাসককে জানিয়ে রাখুন।মহকুমা শাসক সামিরুল আলম এই প্রসঙ্গে বলেন, আমি মহেশতলা থানাকে বিষয়টি দেখতে বলছি।ওই দোকানের একটি ভিজিটিং কার্ডে পলাশ চট্টোপাধ্যায়ের নাম ও একটি ফোন নম্বর পাওয়ার সূত্রে ফোন করেছিলাম। যিনি ফোন ধরেছিলেন তিনি জানান পলাশবাবু এখন নেই। আপনাদের দোকানে যে করোনার ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে তার জন্য কি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লাগবে? ওই ব্যক্তি জানান, প্রেসক্রিপশন আনলে ভালো হয়। ওই ব্যক্তি জানান এটা তো স্যার করোনারই মেডিসিন।

বেআইনি ভাড়ায় সমাধা হল বাস সমস্যার?

প্রথম পাতার পর

কিলকাতার স্মৃতিপটে উঠে আসছে এরকমই আর একটা ছবি। শহরের পরিবহন বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এ ভাবেই মিটার প্রথা উঠে গিয়ে বাম সরকারের আমলে ইউনিয়নগুলির চাপে বেআইনি হাতে চলে গিয়েছে অটোর ভাড়া। আজও সে ভাড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বরং প্রতিটি রুটেই পুলিশের নাকের ডগায় চলছে লাইসেন্সবিহীন বেআইনি অটো। অথচ কিছুই করতে পারছে না সরকার।

বশেষজ্ঞদের মতে আপাদ মস্তক বেসরকারি নির্ভর রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থায় এটাই দস্তুর। অটোর সঙ্গে এবার যুক্ত হল বেসরকারি বাস–মিনিবাস। তবে কি এবার রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির গুরুত্ব কমবে? সেকথা ভবিষ্যত বলবে। কিন্তু বাস–মিনিবাস নিয়ে এই অলিখিত সন্ধি রাজ্যের পরিবহন কাঠামোয় নতুন যে রঙের প্রলেপ লাগাল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দুপক্ষের নিরবতা সে কথাই প্রমাণ করছে।

শরীরচর্চা–প্রাতঃভ্রমণে মাস্ক নৈব নৈব চ ঃ'হু'

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে নিয়মিত মাস্ক পরা অনেকেই প্রায় অভ্যাসে পরিণত করেছেন। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে মাস্ক পরে থাকাটাই মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক, সে বিষয়ে নয়া নির্দেশিকায় সতর্ক করল 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন' (হু)। মাস্ক পরা যেমন অত্যন্ত প্রয়োজন, তেমনই কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাস্কের ব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এবার জেনে নেওয়া যাক কোন কোন ক্ষেত্রে মাস্ক পরে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক হতে পারে।

'হু' জানাচ্ছে, মাস্ক পরে শরীরচর্চা, প্রাতঃভ্রমণ বা জগিং করলে শরীরে অক্সিজেন কমে গিয়ে উল্টে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। তাই এই সময় মাস্ক না পরাটাই শ্রেয়। খুব ভারী ধরণের কাজ, খুব বেশি পরিশ্রম হয় এমন কাজের সময় মাস্ক পরে থাকলে শরীরে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হতে পারে দেখা দিতে পারে একাধিক আকস্মিক স্বাস্থ্য সমস্যা। তাই খুব বেশি দৈহিক পরিশ্রম হয়, এমন কাজের সময় মাস্ক না পরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে। 'হু' জানাচ্ছে, শরীরচর্চা, প্রাতঃভ্রমণ, জগিং অত্যাধিক দৈহিক পরিশ্রম যুক্ত ভারী

কাজের সময় মাস্ক পরে থাকলে শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতির ফলে অস্বাভাবিক ক্লান্তি, শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশিতে টান পরা বা খিঁচুনি, বমি ভাব, মাথা ঘোরানো এমন কী ব্রেন স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। তাই এই সমস্ত ক্ষেত্রে মাস্ক না পরাটাই শ্রেয়। তবে বর্তমান করোনা আবহে যে কোনও একটা মাস্ককে নিজের সঙ্গী করে তুলতে হবে তবে সেই মাস্কটি হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত। থ্রি–লেয়ারড মাস্ক ব্যবহার করলে ভালো। আর ব্যবহারের পর মাস্কটিকে কেচে ধুয়ে নিতে হবে।

সিলেবাসের ভার কমাতে অধ্যায় বাদ নয় : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা দেশ জুড়ে চলছে কোভিড–১৯–এর অতিমারি উদ্ভূত সংকট। এই পরিস্থিতিতে বন্ধ সারাদেশের বিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। শিক্ষার্থীরা অনলাইন ভার্চুয়াল পদ্ধতি পড়াশুনা করছে। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা নীতি নিয়ে ২০২০–'২১ শিক্ষাবর্ষের নবম দশম শ্রেণির পাঠক্রমের ভার কমানোর জন্য সিবিএসই (সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন) বোর্ড পাঠ্যক্রমের ৩০ শতাংশ বাদ দিয়েছে। আর এটা নিয়েই রাজনীতি তুঙ্গে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এটাকে ভালো চোখে দেখছেন না। তার মতে এর পিছনে বিজেপির রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। তিনি তা 'সোশ্যাল মিডিয়া'তে ব্যক্ত করেছেন। তিনি এটাকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন, যে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি আঘাত, ভারতের ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেবার একটা কুপ্রচেষ্টা। দেশ ভাগের মতো বিষয় পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দেওয়াকে তীব্র বিরোধিতা করেছেন। সিলেবাস বাদের বিষয় 'মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক'কে তিনি আবেদনে জানিয়েছেন, কোনও মূল্যেই যেন গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলি পাঠ্যক্রম থেকে বাদ না দেওয়া হয়। অন্যদিকে, গত ৮ জুলাই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও মুখ্যমন্ত্রীর পথেই হাঁটেন। ওই দিন তিনি

বেহালায় 'পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি'র প্রতিবাদে পথে নামেন। সেখানেই সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, যে এ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেন, এতো সিলেবাস কমানো হচ্ছে না। সিবিএসই এতো অধ্যায় বদলে দেবার চেষ্টা করছে। যদি দেখা যায় সিবিএসই সিলেবাস কমানোর নাম করে, যদি ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করে, নতুন করে ইতিহাসকে রচনা করবার চেষ্টা করে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়, তাহলে সমস্ত অভিভাবক ও রাজনৈতিক সচেতন মানুষ এর তীব্র প্রতিবাদ করবে। তিনি আরও বলেন, এ রাজ্য এভাবে সিলেবাস পরিবর্তন বা কমায় না। আর বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এভাবে মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস বা অধিকার রক্ষার ইতিহাস, ভারতের সংবিধান ও সংস্কৃতিকে বাদ দেবার সমস্ত প্রচেষ্টাকে ঘটতে তিনি দেবেন না। এ রাজ্যে পাঠক্রম কমানোর কথা ভাবা হচ্ছে। কোনও বিষয়ের কোনও অধ্যায় বাদ দিয়ে নয়, সময় কমিয়ে পাঠক্রমে সমস্ত কিছু রেখে কীভাবে কতটা কমানো যায়, সেই প্রচেষ্টাই করাব। বিষয়টি এখনও আলোচনার স্তরেই আছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই যা করার করা হবে। প্রথমে ২০২১–এর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে পাঠক্রমের ভার হ্রাস করা হবে।

ঘূর্ণিঝড় সইতে সক্ষম গাছ বসানো হবে কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় এবার 'ঝড় প্রতিরোধী' ও 'দূষণ রোধে সক্ষম' এমন গাছ লাগানোর দিকেই জোর দিতে চলেছে কলকাতা পুর প্রশাসকমণ্ডলী। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুনে এই পরিকল্পনা ও আর্বান ফরেস্ট্রি দফতরের উদ্যোগে কলকাতার সার্দান অ্যাভিনিউতে সূচনা হল। ওই দিন সারা কলকাতা জুড়ে অন্তত ১৫ হাজার গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। পুর প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'গ্রিনেস্ট স্পেস'কে 'এনক্লোজ' করা যাবে না। যেখানে গাছ ছিল ৫ জুন থেকে সেখানেই গাছ লাগানোর সূচনা হল। কলকাতায় বেশি সংখ্যক নিম গাছ লাগানো হবে। কারণ নিম ও শাল গাছ সালফার ডাই অক্সাইড শুষে নেয় পরিবেশ থেকে। প্রতি পাড়ায় গ্রিন স্পেস বাড়াতে হবে। একটি গাছের পরিবর্তে ১০টি গাছ লাগাতে হবে। সবুজায়ন বানাতে বাড়ি বা আবাসন তৈরি করতে গেলে গাছ লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কলকাতায় এবার 'কভার্ড এরিয়া'র মাত্র ১০ শতাংশ সম্পত্তিকর 'গ্রিন এরিয়া'র ক্ষেত্রে নেওয়া হবে। কলকাতার বহুতলের ক্ষেত্রে এতো দিন যেটা প্রচলিত ছিল যতোটা 'গ্রিনারি' থাকবে ততোটা অতিরিক্ত এফএআর (ফ্লোর এরিয়া রেশিও) ওপরের দিকে দেওয়া হবে। কলকাতার রাস্তার পাশে এবার ডিপ রুটের গাছ (লম্বু বা দেবদারু গাছ) লাগানো হবে। এলাকা বিশেষে রাস্তার পাশে কম উচ্চতার ধীরে ধীরে যে গাছ বাড়ে সেই গাছগুলি লাগানো হবে। আর অন্যত্র বাগানে ১০ বছরের মধ্যে বড়ো হয়ে যায়, ১৮–২০ ফুট উচ্চতার গাছ লাগানো হবে। এই গাছগুলি অনেক পাতা মেলে দেবে। অক্সিজেনের সার্কুলেট নিয়ন্ত্রণ করবে। ১১ কোটি কার্বন শোষণের ক্ষতি হয়েছে আমফানের জন্য। যা কলকাতার পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ। পুর প্রশাসক প্রধান এদিন বলেন, কলকাতা পুরসংস্থা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুর করে ছাড় দেয়। তবে এবার থেকে সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছাড় পাবে, যারা প্রতিষ্ঠানের সামনের গাছটির রক্ষণাবেক্ষণের সামগ্রিক দায়দায়িত্ব নেবে। তিনি আরও বলেন, আমফানে কলকাতায় ১৫–সাড়ে ১৫ হাজার গাছ হয় ভেঙে গেছে। নয় তো উপড়ে গেছে। এতো সংখ্যক গাছ কমে যাওয়ায় কলকাতায় অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে আগামী বছর দশেক কলকাতা থেকে গাছের ছায়া উধাও হল। এখন আমাদের সাড়ে ১৫ হাজার গাছের জায়গায় ৫০ হাজার গাছ অতি দ্রুততার সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক লাগাতে হবে। একটা ৮০ বছরের গাছ যতোটা অক্সিজেন দিত, একটা ছোট গাছ ততটা অক্সিজেন দেবে না। দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের ন'হাজার গাছের মধ্যে যে কমবেশি ১৫০টি

গাছ উপড়ে গেছে। তার মধ্যে ১০০টি গাছকে 'রি–প্ল্যান্টেশন' (প্রতিস্থাপন) করা হয়েছে গাছ বিশেষজ্ঞ দ্বারা। একটা 'আর্বান–ট্রি পলিসি' তৈরি করা হচ্ছে। রাস্তার ধারে কোনও গাছ লাগালে ঝরে পড়বে না বা উপড়ে পড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। 'এয়ার কোয়ালিটি' উন্নতমানের করতে 'ওপেন স্পেসে' কোনও গাছ লাগানো যেতে পারে। এভাবে একটা পলিসি শীঘ্র তৈরি করা হচ্ছে। অক্টোবর মাস থেকে কলকাতার তাপমাত্রা কমতে থাকে। আর ওই সময় থেকেই এই বিপুল সংখ্যক গাছ পড়ার কারণে দূষণের মাত্রা (কার্বন) বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য 'ওয়াটার স্প্রিঙ্কলার অ্যাপলিকেশন' দিয়ে তার পরিমাণ কমানো হবে।

এদিকে গাছ নিয়ে বছরভর কাজ করা 'বেলঘড়িয়া নেচার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র সম্পাদক অভিষেক ঘটক জানান, কলকাতায় ঘন্টা ১৩৩ কিলোমিটার গতিবেগে আমফান সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার পরও যে গাছগুলি কলকাতায় এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই গাছগুলিই এখন লাগাতে হবে। চিরহরিৎ বৃক্ষ নিম, শাল, শিশু, হরিতকি, জারুল, শিরিষ, দেবদারু, বকুল, সেগুন এই গাছ ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকার অতীত ইতিহাস আছে। অভিষেকবাবুর বক্তব্য, নিম ও শাল গাছ পরিবেশের সালফার ডাই অক্সাইডকে দ্রুততার সঙ্গে শুষে নেয়। জারুল ও শিরীষ কলকাতার মাটির ক্ষয়ক্ষতি রোধ করবে। আর পাখির আশ্রয়স্থল ও বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আতা, নোনা, সবেদা, নারকেল, ফুল ফল জাতীয় এই চিরহরিৎ বৃক্ষগুলি লাগানো যেতে পারে। নারকেল গাছ ওপরের মাটিকে আকড়ে ধরে রাখে। শ্রীঘটক বলেন, ছ' থেকে আট ফুট বা ১০ ফুট দূরত্বে গাছ লাগানো ভালো। তবে কলকাতার ফুটপাথে গাছের গোড়ার চারপাশে ইমারতী দ্রব্য দিয়ে ঘিরে দেওয়াই কলকাতায় গাছ উপড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ। এই ইমারতী দ্রব্য দিয়ে ঘিরে দেওয়ার ফলে গাছের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে না। মূল এই কারণে এবং অন্য কয়েকটি কারণে কলকাতায় কমবেশি ১৫,২২০টি গাছ হয় ভেঙে গেছে নয়তো উপড়ে গেছে। তার বক্তব্য গাছ বসানোর সময় দু থেকে আড়াই ফুট গভীর গর্ত করে তাতে ঝুরো মাটি ২৫০–৫০০ গ্রাম জৈব সার আবার ঝুরো মাটি দিয়ে তবেই গাছ পুঁততে হবে। তবে গর্তের চওড়া যেন বেশি না হয়। গাছের পরিচর্যায় যত্ন নিতে হবে। গাছ বিশেষজ্ঞ অভিষেকবাবু বলেন, আমফানের জেরে কলকাতায় যে ১৫,২২০টি গাছ পড়েছে তার ৭০ শতাংশই কৃষ্ণ বা রাধাচূড়া, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস ও কাঠবাদাম গাছ কম সময়ে বড়ো হয় এবং কলকাতার সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধির জন্য ভালো কিন্তু একটু বেশি জোর গতিতে হাওয়া দিলেও ভেঙে পড়ে। ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। পুর সূত্রের খবর ৫ জুন থেকে পরবর্তী তিন মাসে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের 'ভেকেন্ট ল্যান্ড' যাওয়া যাবে সেখানে সর্বমোট ৫০ হাজার গাছ লাগানো হবে।

নব বিগ্রহে বেহালার রাধাকৃষ্ণ মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোভেল করোনা আবহে সমস্ত রকম নিয়মবিধিকে মান্য করে বেহালার ১২৯ নম্বর ওয়ার্ড স্থিত জোড়াপুকুরের প্রসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ মন্দির সম্প্রতি বার্ষিক পুজোর মধ্যে দিয়ে নব বিগ্রহের উদ্বোধন হল। মন্দিরে নব বিগ্রহে ফিরে কেটে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ পাল। মন্দিরে বিগ্রহের মধ্যে রয়েছে রাধাকৃষ্ণ, মহাবীর হনুমানজি, মহাযোগী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী। তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক পুজো উৎসবে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য পুজো–হোম যজ্ঞ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তিমূলক গান ও ভোগ প্রসাদ বিতরণ। ভক্তিমূলক গানের জন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে ও গুণীজনদের সংবর্ধনার আয়োজনও করা হয়। তাতে ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত

শিক্ষক হরিপদ সরকার, সমাজকর্মী রঞ্জন ভট্টাচার্য, কার্তিক ঘোষ ও ডাঃ জয় মণ্ডল প্রমুখ। মন্দিরের নব বিগ্রহ দর্শন করে চিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ পাল বলেন, ' এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমাজকে এবং সমাজবাসীকে একত্র করবে নিরহংকারী করে তুলবে এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।' প্রখ্যাত সাহিত্যিক হরিপদ সরকার আগামী বৎসরের বার্ষিক উৎসবে অভিনব উদ্যোগ ও কর্মসূচি তুলে ধরে বলেন, পাঁচটি বিষয়ে কর্ম প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ঘরে বসে বিক্রমপুরের কাসন্দি তৈরি, ফারের খেলনা তৈরি, নানা রকম আচার তৈরি, আমলকির মুখশুদ্ধি, সেলাই ফোঁড়াই এবং দরিদ্র ও অসহায় শিক্ষার্থীদের খাতা–পেন প্রদান করা হবে। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবে সকল সহায়তাকারীদের হরিপদ সরকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মানুষের পাশে সরকারি কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে এগিয়ে এলো সরকারি কর্মচারী সংগঠন। বুধবার কলকাতা করপোরেশনের বরো ১২ র কর্মচারী সংগঠনের কিছু সদস্য কুলতলির দেউলবাড়ি ও পঁটেকুল চাঁদ ব্রিজ সংলগ্ন শ্যামনগর গ্রামের অসহায় শতাধিক মানুষদের হাতে ত্রিপল ও মশারি তুলে দেন।এর আগেও এই সংগঠন কুলতলি ও মৈপীঠ এলাকায় শুকনো খাবার তুলে দিয়ে গেছেন। এ দিন এই সব সামগ্রী তুলে দেন কর্মচারী সংগঠনের প্রবীণ সদস্য প্রদীপ দাস সহ আরো অনেকে।

তাঁত শিল্পীদের পাশে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনের সমস্যায় পরা রাজ্যের তাঁতশিল্পীদের পাশে দাঁড়াতে তাঁদের তৈরি শাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সল্টলেকের তন্তুজ সদর দফতরে এজন্য বিশেষ সংগ্রহ শিবির খোলা হয়। তিনদিনের (৩–৫ জুলাই) এই শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৫০–৬০ জন তাঁত শিল্পী আসেন। শাড়ি বিক্রি হলে টাকা পাবেন। আর না না হলে রাজ্যের তন্তুজ–র তরফে সেই শাড়িগুলি কিনে নেওয়া হয় বলে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান।

চিকিৎসক দিবস পালন

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার : সম্প্রতি বারুইপুর পুলিশ জেলা ট্রাফিক উইং সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ এবং চিকিৎসক দিবস পালন করা হয় কামালগাজিতে। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলা পুলিশ সুপার রশিদ মুনি খান, বিধায়ক সোনারপুর। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার প্রশাসক ডাঃ পল্লব দাস এবং ছয়জন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও অন্যান্য বিশেষ অতিথি। মোমেন্ট, ফুল, চারাগাছ প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিটি গাড়ি ও অটোতে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ স্টিকার লাগানো হয়। এছাড়া মাস্ক বিতরণ করা হয়। বিশিষ্ট আধিকারিকগণ কোভিড–১৯ বিষয়ে তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

অর্জুনের লক্ষ্যভেদে বন্ধুযুগল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৮ সালে এশিয়ান গেমসে তাসকে প্রথম অন্তর্ভুক্ত করার পরেই প্রথম বছরই বাংলার জয়জয়কার হয় সারা বিশ্বে। দুই বাঙালি প্রণব বর্ধন এবং শিবনাথ সরকার ব্রিজ খেলে ভারতকে সোনা উপহার দেন। মুখ উজ্জ্বল হয় সকলের। আর বাঙালির বুকের ছাতি আর একটু বেড়ে যায়। এবার ২০২০। দুই বঙ্গ সন্তান অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। দুজনেই খুবই আপ্লুত, তাদের স্বপ্ন সত্যি হচ্ছে। আমরা একান্ত সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম প্রণব বর্ধনের। তিনি বলেন, তাস নিয়ে অনেকের মনেই সংশয় ছিল কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু এখন প্রমাণিত তাসেও বিশ্ব জয় করা যায়। অর্জুনের জন্য যখন মনোনয়নের খবর এলো তখন সত্যি খুবই আনন্দ হচ্ছিল। আর একটা স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। গত বছরই ভেবেছিলাম হয়তো পেতে পারি কিন্তু কোনও কারণে হয়তো তা সম্ভব হয়নি। দেখা যাক এবার সম্ভব হয় কি না। সংবাদটা পাওয়ার পরেই ফেডারেশনকে অভিনন্দন জানাই। আমার পরিবারের সকলেই খুবই আনন্দিত। এই লকডাউনের কারণে জমায়েত করে তাস খেলা এখন তো হচ্ছে না। তাহলে কিভাবে অভ্যাস করছেন। তার উত্তরে তিনি বলেন, 'সবই অনলাইনে। তবে লকডাউনে অনুশীলনের সময় অনেক বেশি পাচ্ছি। সময়টাকে পুরোটাই কাজে লাগিয়ে নিচ্ছি। অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছোট ছোট জিনিসকে আবার নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। অনেক ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদেরকেও বেশি সময় দেওয়া যাচ্ছে এখন। তাস খেলে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ হয়েছি। এই ঘটনাটা আমার কাছে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' তাসের বর্ণনা জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন, তাসের জন্ম নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। আমরা দাবি করি তাস আমাদের দেশের, ইতালিয়ানরা দাবি করেন তাদের দেশ থেকেই প্রচলিত। চিনারা দাবি করেন, তাস নাকি তাদের দেশের। তবে যেটা আসল ব্যাপার সেটা হলো তাস, দাবা, পাশা এই যে মেন্টাল গেমস যেগুলো রয়েছে লোকে অবশ্য বলে তাস–দাবা–পাশা তিন সর্বনাশা। কিন্তু তা এখন ভ্রান্ত। গ্যাম্বলিং সমস্ত খেলার সঙ্গেই যুক্ত। গ্যাম্বলিং সমস্ত মানুষের জীবনের সঙ্গেও যুক্ত। মূল বিষয় হল ব্রিজ খেলা হল পুরোপুরি পারমুটেশন ও কম্বিনেশনের খেলা। পারমুটেশন ও কম্বিনেশন হচ্ছে অনন্ত। এটা শেখা যায় না। তাই ব্রিজ খেলাও কোনদিনও তেমন করে শিখে গেছি তা বলা সম্ভব নয়। ব্রিজ খেলা হয় চারজনকে নিয়ে তাই সকলের মনের ভাবটা বোঝা কঠিন। সেটা বুঝতে হয় এবং এগিয়ে যেতে হয়। এই ব্রিজ খেলা মানুষকে যে কোন উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে পারে তা ধারণার বাইরে। কারণ এগুলি মাথা পরিষ্কার করে ও মন ভালো রাখে। খুব একটা জনপ্রিয় ছিল না। তবে এখন অনেকটাই সহজ হয়েছে মানুষকে বোঝানো। আমাদের বাড়িতেই ব্রিজের কালচার ছিল।

আমার বাবাও ব্রিজ খেলতেন। বাড়িতে ছোট থেকেই দেখেছি ব্রিজের আসর বসতে। বাবার সাথেও খেলতাম। প্রথম টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠেছিলাম তারপর মজার ব্যাপার হল বাবার এক বন্ধুর কাছে হেরে গেলাম। তখন আমার ইন্টারেস্ট বেড়ে গেল, কেন হারলাম কোথায় আমার ভুল আছে সব কিছুই বোঝার চেষ্টা করতাম। তাস খেলায় জানার এখনও বাকি আছে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমি এখনও পুরোটা শিখতে পারি নি। তাই তাসটা যেহেতু রেয়ার গেম আমি তাই এটাই বেছে নিয়েছিলাম। একটা মানুষের জীবনে এই কম্বিনেশন শেষ হয় না। রোজ শিখতে হয় রোজ জানতে হয়। প্রথমে এই এশিয়ান গেমসে সরকারও আমাদের পাঠাতে একটু দোনোমনো ছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে আমাদের দেখাতে রাজি হয়নি। তিনি বলেন আমি সারা বছরই কিছু সামাজিক কাজ করি তাই এই সময়ও সমস্যা দেখে কি আর বসে থাকতে পারি। চেষ্টা করেছি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু রেশন তুলে দেওয়ার। আমফানের পরে জল বিদ্যুতের সমস্যায় মানুষ ছিল জর্জরিত সেগুলির জন্য রাস্তায় নেমে পড়েছিলাম। সকাল বেলা উঠে নিজের জন্য একটু যোগাযোগ করি। তারপর নিচে নেমে যায় সারমেয়দের খাওয়াই। বাড়ির পিছনে ছোট্ট বাগানে গাছেদের সেবা শুশ্রূষা করি। বাড়ির সামনের পুকুরে অনেক মাছ আছে তাদের খাওয়াই। এভাবেই আমার সকালটা চলে। আমি সকলকেই বলবো এসব করবেন তাহলে মন ভালো থাকবে আর সব কাজেই মনসংযোগ করা যায়। এমন এক বাঙালিকে আমাদের কুর্নিশ।

কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা : পেট্রল–ডিজেলের সঙ্গে এবার তড়তড়িয়ে দাম বাড়তে শুরু করেছে রেশন কার্ডের মাধ্যমে দেওয়া নীল কেরোসিন তেলের। রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের 'ভোগ্যপণ্য অধিকার' থেকে ৩ জুলাই প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার জুলাই মাসে নীল কেরোসিন তেলের ভর্তুকি সমেত দাম লিটার প্রতি ৮ টাকা ৭৯ পয়সা বাড়িয়েছেন। এর ফলে, স্থানীয় বিক্রেতার কাছে জুলাই মাসের প্রাপ্য নীল কেরোসিন তেল যা ১ জুলাই বা তার পরে পৌঁছবে, তার দাম বর্তমান খুচরো দামের থেকে লিটার প্রতি ৮ টাকা ৭৯ পয়সা বেড়ে যাবে। বর্ধিত দামের সঙ্গে 'পণ্য ও পরিষেবা কর' (জিএসটি) যুক্ত হয়ে খুচরো দাম নির্ধারিত হবে প্রসঙ্গত লকডাউন এবং আনলক–১ পর্বে দু'–দু'বারে ৪২ টাকা থেকে লিটার প্রতি ২০ টাকায় নামে নীল কেরোসিনের দাম।

হাওড়া ডোমজুড়ে ডিপিএস স্কুলে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া ডোমজুড় দিল্লি পাবলিক স্কুলে গত বুধবার অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখায়। অনেক দিন ধরে অভিভাবকরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়ে আসছে, এই লকডাউনে তাদের ছাত্রছাত্রীদের যেন ফিজ কমানো হয়। অভিভাবকরা ফিজ দিতে রাজি কিন্তু স্কুল বন্ধ তাই স্কুলের গাড়ি বা স্কুল ডেভলপমেন্ট ফিজ যাতে না নেওয়া হয় তার জন্য আবেদন জানান অভিভাবকরা। সেই দাবি না মানায় ও এ বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনো সদুত্তর না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে এই বিক্ষোভে অভিভাবকরা সামিল হয়। প্রতিদিনই এই দাবি নিয়ে অভিভাবকরা সরব হচ্ছেন। অবশ্য স্থানীয় ভিডিও এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, অভিযোগ পেলে সরকারি ভাবে বিক্ষোভরত অভিভাবকদের সাথে ও স্কুলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হবে। এখন দেখার বিষয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কত দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করে। এবং অভিভাবকদের দাবির কতটা পূরণ করা হয়।

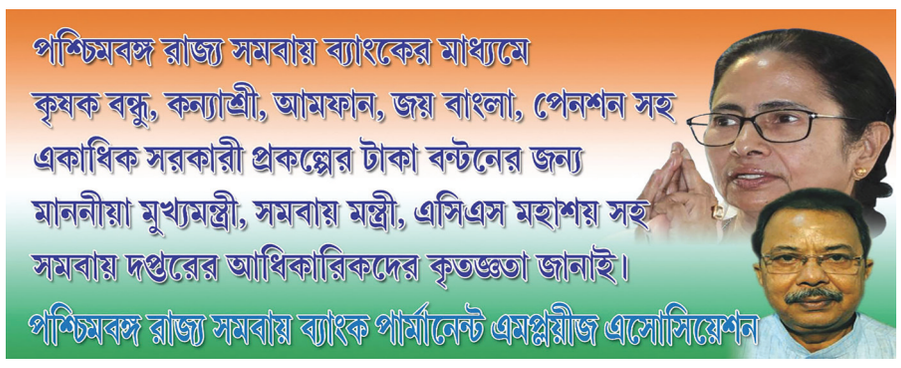

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com